ক্রেডিট কার্ড পরিচালনের অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক পরিচালিত ক্রেডিট কার্ড পরিচালনের জন্য সুবিধাগুলি প্রয়োজ্য

।) সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা

- **''সম্বন্ধ স্থাপন করা''** - অর্থ এবং অন্তর্ভুক্ত :
- যে কোনও কোম্পানী যা ধারণ করছে অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সহায়ক কোম্পানী অথবা
- একজন ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীন, অথবা
- যে কোনও ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণাধীন ২৬% শতাংশের অথবা তারও বেশি ভোটিং নিরাপত্তাধীন তার উপর নিয়ন্তণের ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ্য অথবা নিয়ন্ত্রণের লাভদায়ক আগ্রহ আছে।

সম্বন্ধ স্থাপনের সংজ্ঞার উদ্দেশ্য ''কোনও ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সমীহ করার ভিত্তিতে যখন নিয়ন্তরণ'' কথাটির ব্যবহার হয়, অর্থাৎ, ওই ব্যক্তির নির্দেশ এবং পরিচালনে কর্তৃত্বের ব্যবহার যেটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুভাবেই হয়, সে নিরাপত্তার জন্য ভোটের লড়াই এর জন্যই হোক, যোগাযোগের ভিত্তিতেই হোক। ''ব্যক্তি বিশেষ'' মানে যে কোনও একক ব্যক্তি, কোম্পানী, ফার্ম, কর্পোরেশন, অংশীদারিত্ব ট্রাস্ট, সত্ত্বা অথবা সংস্থা অথবা অন্য প্রাকৃতিক অথবা আইনি ব্যক্তিত্ব।

- **''স্বীকৃত ব্যপারী। ব্যবসায়ী''** বিদেশী মুদ্রা প্রবন্ধন বিধি ১৯৯৯ সালের আইন অনুযায়ী (বা সময় অনুসারে পরিবর্তিত) কোনও স্বীকৃত ব্যবসায়ীকেই বলা হয়।
- **''ব্যবসায়ের দিন''** মানে, সেইরকম একটি দিন, যেদিন থেকে আবেদন ফর্মে বর্ণিত কার্ডটি-র কার্য শুরু হল অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নিদেশিত কার্ড গ্রাহককে সেদিন সমস্ত আদান প্রদানের দিন বলে ঘোষিত হওয়া।
- **''কার্ড''** অথবা **''ক্রেডিট কার্ড''** অথবা **''ইএমআই কার্ড''** অথবা **''কর্পোরেট ক্রেডিট কার্ড''** অথবা **''অনলাইন ক্রেডিট কার্ড''** অথবা **''বিজনেস কার্ড''** মানে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ভিসা। অ্যামেক্স। মাস্টার কার্ড । অথবা অন্য যে কোনও ক্রেডিট কার্ড আবেদনকারীর অনুরোধ দেওয়া হয়েছে।
- ব্যক্তিগত পরিচিতি সংখ্যা হল আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে কার্ডের সঙ্গে সভাদের যোগাযোগ রাখার এক উপায় যা কার্ডের উপর দেওয়া থাকে ।
- **''কার্ড অ্যাকাউন্ট''** বিভিন্ন শর্তাবলী প্রয়োগ ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা, যে অ্যাকাউন্ট গ্রাহক শুরু করেছিলেন, আর যা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা সংরক্ষিত।
- **''অর্থের সীমারেখা''** আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক উল্লেখিত সবচেয়ে বেশি যে পরিমাণ অর্থ বা তার সমতুল কার্ড গ্রাহক তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে নিতে পারেন। টাকা তোলার সীমারেখা হল সমগ্র ঋণ সীমা। ক্রয় সীমারই একটি অংশ।
- আদায়যোগ্য ধনরাশি বলিতে সেই প্রকারের আদায় যোগা ধনর রাশিকেই বলা হয়েছে যা শর্ত্তাবলীর ৬ নম্বর উপবাকো বা অন্য কোনও বর্ণিত হায়ছে। এখানে উল্লেখিত সকল আদারযোগ্য ধনরাশি শুল্ক সংযোকত্তনে বর্ণিত হবে, যদি না সময়ের বিবর্ত্তনে কার্ড গ্রাহককে নির্দিষ্ট ভাবে যোগাযোগ করা হয়।

''কোম্পানী'' মানে হল 'বণিকসঙ্ঘ' যা ১৯৫৬ সালের কম্পানী নীতিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং কর্পোরেট ক্রেডিট কার্ডের আবেদনকারীকে সময়ের বিবর্ত্তনের সাথে উলেশ্য গঠন করতে হয়।

- **''ঋণ সীম / ক্রয় সীমা''** যে সীমা পর্যন্ত কার্ড গ্রাহক কার্ড তাঁর কার্ডে স্বীকৃতভাবে খরচ করতে পারেন।
- **''আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক''** মানে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ক্রেডিট প্রোপ্রাইটরগণ, ইহার উত্তরসূরীরা, এবং অনুমোতিলব্ধ অধিকারীরা।
- **''আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ২৪ ঘন্টার গ্রাহক সেবা''** সঙ্ঘের মানে - আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোন ব্যাঙ্কিং সেবা, যা আইসিআইসিআই কার্ড গ্রাহকদের সেবার জন্য তৈরী।
- **''ইনফিনিটি''** হল-আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং পরিষেবা। যার ওয়ের সাইট আছে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে,**www,icicibank.com**-এর দ্বারা।
- **''ইন্সিওরেন্স কোম্পানী''** মানে আইসিআইসিআই লম্বার্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স, বা আইসিআইসিআই মনোনীত যে কোনও ইন্সিওরেন্স কোম্পানী যা সময়ের ব্যবধশনে পরিবর্তিত হতে পারে।
- **''সভ্য''** অথবা **''কার্ড ধারক''** অথবা **''কার্ড গ্রাহক''** মানে যেই ব্যক্তি, যিনি আবেদনকারী আর যাঁর নামে কোনও কার্ড ইস্যু হয়েছে।
- **''ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান''** মানে সেইসব প্রতিষ্ঠান যেমন দোকান, রেষ্টুরান্ট, হোটেল, বিমান কোম্পানী, এটিএম সহ টাকা তোলার অন্যান্য জায়গা (যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রস্তুতকারক ও বড় ব্যবসায়ী) যাঁরা কার্ডকে সম্মান জানান।
- **''ব্যবসায়ী''** মানে যে কোনও ব্যক্তি যিনি পরিচালন ও নিন্ত্রণ করেন অনে প্রতিষ্ঠানে।
- **''ন্যূনতম আমানত বাকী''** অথবা **''এমএডি''** মানে স্টেটমেন্টে যে টাকা বিবৃত হয়েছে।
- **''সমগ্র আমানত বাকী''** অথবা **''টিএডি''** স্টেটমেন্টে বর্ণিত সমগ্র অর্থের অঙ্ক।
- **''টাকা জমা করবার দিন''** মানে প্রতিমাসে যে দিনে কার্ড গ্রাহক দ্বারা টাকা জমা করবার দিন ধার্য হয়, যেটা স্টেটমেন্টে উল্লেখিত থাকে।
- **''কার্ডের প্রধান মালিক''** -যাঁর নামে কার্ড অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং যাঁর নামে কার্ড ইস্যু করা হয়েছে।
- **''আরবিআই''** মানে -রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।
- ''স্টেটমেন্ট'' মানে মাসিক অ্যাকাউন্টের বিবৃতি। যা একজন কার্ড গ্রাহককে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক পাঠাবে, তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থানের বিবরণ জানিয়ে যাতে তারিখ প্রধান কার্ডের অধিকারীর এবং যদি কোনও অতিরিক্ত অধিকারী থাকেন, তাঁর নাম।
- **''অতিরিক্ত কার্ট গ্রাহক''** মানে প্রধান কার্ড সদস্যের পরিবারের কোনও একজন যিনি অতিরিক্ত কার্ড গ্রাহক হয়েছেন কোনও সম্পর্কের সূত্র ধরে।
- **''শুল্ক সংযোজন''** -কার্ডে যে সকল সেবার কথা উল্লেখ আছে, তার জন্য শুল্ক বাবদ অর্থ। এই শুল্কগুলি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নির্দেশে সময়ের সাথে বদলাতে পারে। তবে, এই শুল্কের পরিবর্তন করতে হলে এমাস আগে ব্যাঙ্ক কার্ড সদস্যকে নোটিশ দিয়ে জানাবে।

- **''চুক্তি অনুযায়ী আদান প্রদান এবং নির্দেশ''** কার্ড গ্রাহক দ্বারা নির্দেশিত আইসিআইসিআই প্রত্যকক্ষভাবে দেওয়া কোনও নির্দেশ। অথবা ২৪ ঘন্টার গ্রাহক দ্বারা নির্দেশিত। অথবা বিরাটভাবে, আদান প্রদানে প্রভাব আনা। আদান প্রদানের নির্দেশ অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত হবেল কিন্তু কোনও অভিযোগ পত্র, অর্থের আমি পত্র অথবা মেল অর্ডারের কুপন দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে না।
- **''শর্তাবলীগুলি''** বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা চুক্তি শর্ত সাপেক্ষে প্রযোজ্য হয়েছিল।

এই শর্তাবলীগুলিতে যদি না বিপরীত অভিপ্রায় আবির্ভূত হয়:

(ক) নির্দেশিত :

একটি সংশোধন গঠিত হয় অতিরিক্ত পরিমিতকরণ উজ্জ্বলতা পরিবর্ত অথবা পুন:বিধিকরণ ইত্যাদির সমন্বয়ে।

ক্ষমতা প্রদান অথবা মনোনীত - ক্ষমতা প্রদান, সম্মতি, স্বচ্ছতা মনোনীত, অনুমতি, সমাধান, লাইন্সে, ব্যতিক্রম, পূর্ণকরণ এবং সমজ্জস্য রক্ষার সমন্বয়।

'আইন' হল যে কোনও সংবিধান, বিধিবদ্ধআইন, আইন, নীতি নিয়ন্ত্রণ, আদেশ, বিচার, আদেশ, হুকুম নিয়ন্ত্রণ, অথবা যে কোনও প্রকাশিত, নির্দেশিত প্রয়োজনীয়তা সরকারের জন্য) অথবা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞা অথবা হস্তক্ষেপ অথবা যে কোনও বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব তাতে সমর্পণের স্বাক্ষরযুক্ত হোক বা না হোক এই আবেদন ফর্মের সমাহার এইগুলি।

(খ) একবচনের বহুবচনেতে অন্তর্ভূক্ত (অথবা তার বিপরীত)

(গ) 'অন্তর্ভূক্ত' এবং 'অন্তর্ভূক্ত' এই শব্দ দুটির ব্যাকরণগত ভাবে সীমাহীন হবে।

(ঘ) একটি লিঙ্গের নির্দেশবলীতে এটি নারী, পুরুষ না ক্লীব লিঙ্গ তার উদাহরণ দিতে হবে।

(ঙ) কোনও অনুমোদন, অনুমতি, সম্মতি অথবা গ্রহণ যোগাতার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অনুমোদন লাগবে, যে কোনও লিখিত বিষয়, অনুমতি, সম্মতির জন্যও আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগাতার প্রয়োজন।

(চ) ভিসা। মাস্টার কার্ড নিয়ম অনুযায়ী এই নেটওয়ার্কের সমস্ত ভিসা। মাস্টার কার্ড দেওয়া ব্যাঙ্কগুলির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

(ছ) কোনও কারণে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং কার্ড গ্রাহকের মধ্যে কোনও মতানৈকা হলে ব্যস্তবতা আর অন্য যে কোন বিষয় এর কেন্দ্রে থাকলে যে কোনও ঘটনা, অবস্থা, পরিবর্তন, বাস্তব, তথ্য, প্রমাণ, স্বীকৃতি, এগিয়ে যাওয়া, ঘটনা, বর্হিগত, দাবী, বিরতি, অক্ষমতা বা অন্য কোনও কারণ হলে ।কর্ড গ্রাহকের উপর আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

i) কার্ডের উপরে অথবা কোথাও যদি ''আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক শর্তাবলী'' লেখা থশকলে নিম্নোক্ত এই শর্তাবলী আরোপিত হবে।

ii) **কার্ড পরিষেবা**

কার্ড হল আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সম্পত্তি। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এই অধিকার রাখে (১) আবেদনকারীর ঋণের যোগ্যতা করতে ক্রেডিট ব্যুরোর কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে দেখা এটা সত্যিই প্রয়োজনীয় কিনা, (২) সম্পূর্ণ নিজের অধিকার কোনও আবেদনকারীর কার্ড নেবার আবেদনকে খারিচ করা কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয় এবং এর

ব্যবহার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নির্দেশিত নিয়মাবলী মাফিক হবে, বা সময়ের সাথে পরিবর্তন সাপেক্ষ। কার্ড হাতে পাবার সাথে সাথেই কার্ড গ্রাহক কার্ডের উল্টোদিকে নামসই করিবেন। সমস্ত কার্ড গ্রাহকদের ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক সেবা এবং আরও কিনাল কিছু উপলব্ধ হবে। গ্রাহকরা যদি কোনও সেবা। সুবিধা উপলব্ধ করেন, বা অন্তর্ভূক্ত কিন্তু সীমিত নয়, যা ঋণসীমাকে বাড়িয়ে দেয়, বা জিজ্ঞাসা সাপেক্ষ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে। সম্পূর্ণ দেয় আমানত, বিস্তারিত স্টেটমেন্ট, দেয় টাকার নির্দিষ্ট তারিখ। ইত্যাদি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবা ইত্যাদি সর্বদা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নির্দেশিত শর্তাবলীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যাঁরা এই রকম সুবিধা। পরিষেবা উপলব্ধ করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তা পরিবর্তন করতে পারে।

iii) কার্ডের ব্যবহার

ক) আন্তগার্তিক ভাবে বৈধ একটি কার্ডের ক্ষেত্রে কার্ডটি ক্লজ।।। (জি) তে বিবৃত ক্ষেত্রটি ছাড়া সমগ্রবিশ্বেই স্বীকৃত। অন্যান্য কার্ডের ক্ষেত্রে সেগুলি ভারতবর্ষের যে সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ভিসা। ভিসা ইলেক্ট্রন ক্রেডিট কার্ড। মাস্টার কার্ড। অ্যামেক্স তারাই কেবল স্বীকৃতি দেয়। যাইহোক, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও কারণে এই কার্ড অস্বীকার করবার অধিকার রাখে। ক্রেডিট কার্ড কেবলমাত্র প্রকৃত ব্যক্তির দ্বারা অধিকাধিক ভাবেই ব্যবহার করা উচিত। কার্ড সদস্য কর্তৃক অন্যায় সুযোগ নেওয়া উচিত নয়। ক্রয়ের ক্ষেত্রৌদি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কোনও সুযোগ ব্যবহার করবার জন্য কোনও অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য্য করা হয়, এবং কার্ড গ্রাহককে তার বোঝা টানতে হয়, তাহলে সেটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাথেই স্থির করতে হবে এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোন ক্ষেত্রেই এব্যাপারে দায়ী থাকবে না। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কার্ড ব্যবহার করবার সময় চার্জ স্লিপে নামসাই করবার পর কার্ড গ্রাহক অবশ্যই স্লিপের কপি চেপে নেবেন। কার্ড গ্রাহক চার্জ স্লিপে সই করবার জন্য দায়ী থাকবেন যদি কোনও কারণে কার্ড সদস্যের দ্বারা চার্জ স্লিপ সই করা না হলে, সমস্ত দ্রব্যের আদান-প্রদান এবং মূল্যের জন্যও কার্ড গ্রাহক দায়ী থাকবেন। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক চার্জ স্লিপের কপি। নকল কার্ড গ্রাহকদের দেবেন না যাইহোক আদান-প্রদানের ৫ দিনের মধ্যে কার্ড গ্রাহকের অনুরোধ ব্যাঙ্ক কপি দিতে পারে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের বিচারে শুল্ক সংযোজন নিয়ম অনুসারে কিছু অতিরোক্ত মাসুলের ভিত্তিতে গ্রাহককে চার্জ স্লিপ কপি দিতে পারে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের বিচারে কার্ডের গ্রাহককে টেলিফোন বা মেল অর্ডারে আদান-প্রদানের সম্মতি দিতে পারে। অনলাইন ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার কেবলমাত্র অনলাইন। মেল অর্ডারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। একটি অনলাইন ক্রেডিট কার্ড কেবলমাত্র একটি অতিরিক্ত কার্ড হিসাবেই ইস্যু হবে। প্রধান কার্ড হিসাবে নয়। অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক তার সম্পূর্ণ নিজের বিচারে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্দেশ দিতে পারে। কার্ড গ্রাহক এব্যাপারে অবগত থাকেন যে, মেল। টেলিফোন অর্ডারে কেনাকাটার সময় তিনি (কার্ড গ্রাহক) চার্জ স্লিপে সই করতে পারবেন না। একইভাবে, কার্ড গ্রাহক স্বীকার করেন যে, এই ধরণের কেনাকাটার মূল্য এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অথবা এইরকম একটি খরিদ্দারির বাস্তবতা নিয়ে যদি কোনও রকম দ্বন্দ থাকে, অথবা আরও যে কারণেই হোক, কার্ড সদস্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে সমস্ত টাকা দিয়ে দেবেন।

(খ) সমস্ত দ্বন্দ অভ্যান্তরীন বিষয় হিসেবে গণ্য হবে এবং সেটা কার্ড গ্রাহক ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই সমাধান হবে। এরমধ্যে কোনও অবস্থাতেই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকনে না।

(গ) ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার হতে পারে। i) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক প্রদত্ত কার্ড গ্রাহককে দেওয়া ঋণসীমার ভিতরে, এবং ii) উপরে খোদাই করা মাসের শেষ দিনটির পরে নয়।

(ঘ) কার্ড গ্রাহকের অধিকার আছে যে, অবিলম্বে কার্ডটির ব্যবহার করা i) নীচে দেওয়া ক্লজ (V) কার্ড প্রত্যাহারের ক্ষেষত্র অথবা ii) হারিয়ে যাওয়া। অপব্যবহার। চুরি যাওয়ার ক্ষেত্রে।

(ঙ) কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কার্ড গ্রাহক বিবেচনা করলে কার্ডের সময়সীমা বাড়ানো। অথবা পরিবর্তন কার্ড ইস্যু করার ব্যপারে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে অনুরোধ করা যেতে পারে। আর এই ব্যপারে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নিজের বিচারের পূর্ণ অধিকার আছে।

(ঙ) কার্ড গ্রাহক সর্বদা কার্ড এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে শুভ বিশ্বাস নিয়ে সকল আদান-প্রদান করে যাবেন।

(চ) আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কার্ড কেবলমাত্র নেপাল ও ভুটানের ব্যবসায়ীগণকে বিদেশী মুদ্রার দাম, দেওয়া ছাড়া সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। কার্ডের সম্মানে যা ভারত। নেপাল ভুটানেই কেবলমাত্র ব্যবহার করা যায় তা বিদেশী মুদ্রা নীতি বা অন্য কোন সম্পর্কিত আইনে ফাটল দেখা দেবে। কার্ড গ্রাহক এই সকল শর্কগুলি লঙ্ঘন করলে তাঁকে সব দায়িত্ব নিতে হবে এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের শস্তি এড়াবার জন্য যেকোনও ক্ষতি, নষ্ট, সুদ, বৈপরিতা এইসবের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ড গ্রাহককে আইন লঙ্ঘনের দোষী করতে পারে।

(ছ) আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কার্ড ইন্টারনেটে কোনও জিনিস বদল করবার জন্য অথবা কেনার জন্য ভারতের স্বীকৃত যে কোনও ব্যবসায়ীর সাধে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(জ) আন্তর্জাতিক স্বীকৃত কার্ড এবং অন্যান্য কার্ড ইন্টারনেটে অথবা লটারির টিকিট, আইন করে বদ্ধ করে দেওয়া ম্যাগজিন, তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার কোনও খেলাতে ফোনের ফিরে ডাকা নীতিতে পয়সা দেবার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

(ঝ) ভারততের বাইষর কোনো কিছু রপ্তানীর ক্ষেষত্র সে আমদানীকার ভারতে আসুন বা না আসুন স্বীকৃত ডিলার। ব্যবসায়ী দাম মেটানোর ক্ষেত্রে ক্রেডিট থেকে ডেবিট সবরকম কার্ডই ব্যবহার করতে পারেন। সেজন্য একজন স্বীকৃত ডিলার একজন আমদানীকার এর থেকে ভারতে বাইরে পাঠানো রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ডেবিট থেকে ক্রেডিট সবরকম কার্ডেই পেতে পারেন। যেখানে এই কার্ড ইস্যু করা ব্যাঙ্ক। প্রতিষ্ঠান থেকে বিদেশীমুদ্রাতে মূল্য পেতে পারেন।

ঞ) কার্ড গ্রহীতার যে কোনও অনুরোধেণ প্রাধিকারক ইচ্ছামত সম্মান জানানো বা না জানানোর সর্বময় কর্তৃত্ব আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুসারে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ড গ্রাহককে তাদের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন তাদের লেনদেন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্বস্ততা প্রমান করাবার জন্য এবং এটা করতে হতে পারে কার্ড মনোনীত হবার এবং কার্ড অ্যাকাউন্ট কাজ শুরু করবার আগেই।

(ট) কার্ড গ্রাহক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন এই বলে, যে, তিনি এই কার্ডের দাম মেটানোর জন্য কোনও রকম অবিচার। অনৈতিক ব্যবহার করবেন না।

iv) ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ সংখ্যা

কার্ড ব্যবহার কার্ড গ্রাহককে সক্ষম করার জন্য। একেবারে প্রথমে একটি ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ সংখ্যা (এ পিন) কার্ড গ্রাহককে দেওয়া হবে। এই পিন নম্বরটি কার্ড গ্রাহককে মেলে পাঠানো হবে (সীল করা) আর যদি সীলবিহীন হয়, তাহলে গ্রাহক যে কোনও আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের শাখা অথবা ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই পিন নম্বরটি পরবর্তীকালে কার্ড গ্রাহক দ্বারা পরবর্তিত হতে পারে তাঁর নিজের

ঝুঁকিতে কোনও এটিএম অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের শাখাতে অথবা ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে। কার্ড অ্যাকাউন্ট এর কার্ড গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগ পিন নম্বর সাহায্য করে, যাঁরা এই কার্ড ব্যবহার করার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ববদ্ধ। এই পিন নম্বরকে গুপ্ত রাখাও তার রক্ষা করা এবং তার সঙ্গে সকল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যা কিছু পরিবর্তন আনবার জন্য এই পিন নম্বারের প্রয়োগন হয়। তৃতীয় পক্ষের নজর এড়াবার জন্য এই পিন দম্বরের কোনও রেকর্ড যে কোনও ভাবেই হোকনা কেন, কার্ড গ্রাহকের নিজের কাছে তা রাখা উচিত নয়। কার্ড গ্রাহকের দ্বারা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এই পিন নম্বর কর্তৃক সবরকম আদান-প্রদান এবং নির্দেশ দেবার জন্য স্বীকৃত। এবং এটি কখনও বাতিল করতে পারে না। আদান-প্রদানে যেরকম নির্দেশাবলী পাঠানো হয়েছে, তার স্বকীয়তা রক্ষার পরীক্ষা করবার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কোনও দাবদ্ধতা নেই, অথবা কার্ড গ্রাহকের পিন নম্বরটি সঠিক ব্যবহৃত হয়েছে কিনা এটা দেখা ছাড়া উদ্দেশ্যহীন কোনও কাজ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নেই। কার্ড গ্রাহককে সর্বদা যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্তত: পিন নম্বরের নিরপত্তা রক্ষার জন্য যা নির্দেশ আছে, সেইগুলি পর্যবেক্ষণ করতে কার্ড গ্রাহক অপারগ হন, তাহলে এরজন্য তিনি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে এরজন্য দায়ী করতে পারেন। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এখন সম্পূর্ণ নিজে বিচার করে বর্তমান কার্ডের উপর একটি নতুন পিন নম্বর দিতে পারেন এরজন্য যা নিয়ম কানুন আছে, তা সময়ের ব্যবধানে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তা বর্ণনা করবে। কোনও ক্ষেষত্র এই কার্ডের সঠিক। প্রতারণাপূর্বক। অস্বীকৃত। নকল। ভুলভাল ব্যবহার হলে কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে দায়ী করতে পারবেন না আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কও কোনও তৃতীয় পক্ষের দ্বারা কার্ডটির অপব্যবহার হলে দায়ী থাকবেন। কারণ তৃতীয় পক্ষের হাতে পিন নম্বর গিয়ে থাকলে পিন নম্বরটি তাঁর জ্ঞাতব্য হয়ে যাবে। যদি এই সেবার মাধ্যমে তৃতীয় পক্ষের লাভ হয়, অর্থাৎ কার্ড অ্যাকাউন্ট সমেত, তারজন্য কার্ড গ্রাহক দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এইরকম অপব্যবহারের ফলে যা ক্ষতি বা অর্থব্যয় হয়। তৃতীয় পক্ষের এই ধরণের ব্যবহার সম্পর্কিত কার্যকলাপের জন্য।

v) চুক্তি খেলাপ এবং সমাপ্তি করণ-অর্থ প্রত্যাহার করা

ক) চুক্তির খেলাপ : চুক্তির খেলাপ করবার জন্য যেকোন কার্ড গ্রাহককে এই শর্তাবলীর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

i) চুক্তি থাকুক বা না থাকুক কার্ড গ্রাহক চুক্তির খেলাপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি হলে কার্ড গ্রাহক দায়ী থাকবেন। এবং

ii) কার্ড সম্পর্কিত বা টাকা বাকী থাকবে, তা কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে দিয়ে দেবেন।

খ) সমাপ্তি করণ / অর্থ প্রত্যাহার করা

কার্ড গ্রাহক যে কোনও সময়ে লিখিতভাবে তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টের সমাপ্তিকরণের জন্য নোটিশ দিতে পারেন এই ঠিকানায়- আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, আইসিআইসিআই ফোন ব্যাঙ্কিং সেন্টার, পোষ্টবক্স নম্বর-২০, বানজারা হিলস্ পোষ্ট আফিস, হায়দ্রাবাদ-৫০০ ০৩৪, ভারত

উপরোক্ত নোটিশটি ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না, যতক্ষণ নর্যন্ত কার্ডের ডানদিকে উপরের অংশকে কেটে দেওয়া হচ্ছে, যাতে হলোগ্রাম এবং চৌম্বকীয় অংশটি হয়ে যায় (অনলাইন ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে আলাদা) এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। তা না হলে কার্ড বা কার্ড অ্যাকাউন্ট কোনওটাই প্রত্যাহাত হবে না।

২) কোনও কারণে ক্রেডিট কার্ড ফেরৎ দেবার পরেও যদি ব্যাঙ্ক তার প্রাপ্তিস্বীকার না করে, তাহলে দেয় অর্থের সবটাই গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে দেবেন। এগুলো সবই অপব্যবহারের ফল হোক বা না হোক, ইতিমধ্যেই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ডটিকে নষ্ট করে দেবার নির্দেশ দিয়েছে।

iii) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক যে-কোনো সময়ে, বিজ্ঞপ্তি সহ বা বিনা বিজ্ঞপ্তিতে, পরিস্থিতি অনুযায়ী আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বিবেচনানুসারে, কার্ড অ্যাকাউন্ট অথবা কার্ডটির অবসান ঘটাতে পারে। কার্ড-সদস্যটি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন বা রাজি যে, যদি কার্ড-সদস্যটির আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে দুইটি বা তার বেশি কার্ড অ্যাকাউন্ট থাকে, যেগুলি এই নিয়ম ও শর্তাবলির অধীনে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এবং যে-কোনো একটি কার্ড অ্যাকাউন্টের অধীনে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে অর্থ পরিশোধের খেলাপে, অন্যান্য সমস্ত আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কার্ড অ্যাকাউন্ট/গুলির অধীনে কার্ড সদস্যটির কাছে প্রাপ্ত আকলন সীমা আটক করার অধিকার এবং ওইরূপ সমস্ত কার্ড অ্যাকাউন্ট/গুলির অধীনে প্রাপ্ত বিশেষাধিকার/সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহারের অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রয়েছে, যতদিন না কার্ড-সদস্যটির দ্বারা খেলাপি কার্ড অ্যাকাউ-টটি নিয়মিত করা হচ্ছে। কার্ড-সদস্যটি এও রাজি এবং স্বীকার করেন যে, উপরোক্ত কাজের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কোনো অতিরিক্ত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার দরকার হবে না।

iv) কার্ড অ্যাকাউন্ট প্রত্যাহারের ক্ষেষত্র, ব্যাঙ্কের সঙ্গে চুক্তি থাকুক বা না থাকুক ক) সমগ্র পাওনা যা স্টেটমেন্টে প্রতিফলিত হোক বা না হোক, খ) কার্ড পত্যাহারের পর যদি কোন ঐচ্ছিক শুল্ক ধার্য্য হয় (যে দিন থেকে প্রাসঙ্গিক লেনদেনের নির্দেশ) সেগুলি বাধ্যতামূলকভাবে দেয় হবে এবং কার্ড গ্রাহককে দিতে হবে এদিও এটা প্রতিফলিত হয়দি, আর যবে থেকে এই শুল্কগুলি এসেছে, তখ থেকে সুদও দিয়ে যেতে হবে। সময়ের ব্যবধানে যেমন হয় তেমনভাবে।

v) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের দায়ত্বে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে, কার্ডের সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করতে পারেন অথবা কার্ড বাতিল করতে পারেন কোনো পূর্ব নোটিশ না দিয়েই। অস্থায়ী প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে সুবিধাগুলি আবার পুর্নবহাল করতে পারে। স্থায়ী প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কার্ড গ্রাহকের কাছে সদস্যপদ স্থায়ীভাবে বাতিল করতে পারেন। যাইহোক, এটা ভীষণভাবে পরিষ্কার যে, প্রত্যাহার (তা স্থায়ী বা অস্থায়ী) যেভাবেই হোক না কেন, তা স্বয়ংক্রিয় প্রত্যাহার সমস্ত সুবিধা সহিত, অন্য সুবিধশল এবং কার্ডের সাথে সমস্ত রকম পরিষেবা নিয়েই গঠিত।

এইরকম স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রত্যাহারে, যদি না আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নিজে থেকে কিছু না উল্লেখ করে তাহলে কার্ড গ্রাহককে সমস্ত রকম শুল্ক যা সকল মাসুল সমেত হবে তা ব্যাঙ্ককে মিটিয়ে দিতে হবে। কার্ডের উপর খোদাই করা বেহাল থাকার সময়ের মধ্যে যে কোনও সময় আগে থেকে না জানিয়েও প্রত্যাহার করে নিতে পারে ব্যাঙ্ক। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বা তার প্রতিনিধিরা অনুরোধ করলে কার্ড গ্রাহক কার্ড সমর্পণ করতে বাধা থাকবেন। প্রত্যাহার নোটিশের পর কার্ডের ব্যবহার প্রতারণার সামিল আর কার্ড গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে।

vi) শুল্ক এবং পাওনা মেটান

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে কোনও শুল্ক গঠিত হয়।

(ক) ঐচ্ছিক শুল্ক অন্তর্ভূক্ত হবে।

- কোনও কিছু দ্রব্য কেনবার এবং কোনও আদান প্রদানের নির্দেশ সম্বলিত হলে।
- আদান প্রদানের নির্দেশ সম্বলিত কোনও আগাম অর্থের পরিমাণে।

- যদি কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করেন কার্ড অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতে ।

খ) স্বত: প্রবৃত্ত নয় এরকম শুল্ক ও অন্তর্ভূক্ত হবে

- আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও কার্ড অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কার্ড, যোগদান শুল্ক সমেত, বার্ষিক, কার্ড পরিবর্তন করা, পুননবীকরণ, ব্যবহার করা, দেরীতে পয়সা মিটান ইত্যাদির জন্য যেকোনও রকম শুল্ক দাবী করতে পারে ।
- আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক প্রদত্ত শুল্ক কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যাঙ্কের বিহত মূল্যে ধার নেওয়া হবে এই শুল্ক ফেরত যোগ্য নয় ।
- সভ্যপদের পুনবীকরণের জন্য কার্ডের প্রথম বার্ষিকী বা তার আগে কার্ড গ্রাহককে শুল্ক মিটিয়ে দিতে হবে ।
- আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নির্মিত কোনও বিশেষ ধরণের পরিষেবা শুল্কের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে । বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে অনৈচ্ছিক শুল্কের হিসাব আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া যাবে ।

(গ) যেকোনও ধরণের শুল্কের ক্ষেষত্র আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রেকর্ড অনুযায়ী যা উপরে দেওয়া আছে, সেই প্রতীয়মান ভুল, তার চূড়ান্ত নির্ণয় কার্ড গ্রাহককেই করতে হবে, এবং যে কোনও ধরণের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হলে যে কোনও কারণে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তাঁদের বিল মেটানোর ক্ষেত্রে ঐচ্ছিক শুল্ক গ্রহণ করবে । সকল রকম বিধিবদ্ধ কর, পরিষেবা কর, আমদানী কর, শুল্ক (স্ট্যাম্প শুল্কর সমেত সম্পর্কিত রেজিষ্ট্রী মূল্য তার যদি কার্ডের সাথে কোনও সংযোগ থাকে, তবেই) এবং কর (যে কোন প্রকারের) তা সরকার এবং অন্য কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও কার্ড ।

ঘ) বিলম্বিত এবং সংশোধিত শুল্ক

ক) একজন ব্যবসায়ী দেরীতে পশে করতেই পারেন অথবা শুল্ক সংশোধিত করতে পারেন তখনই যদি কার্ড গ্রাহক এই দেরীর জন্য দায়ী থাকেন এবং কোনও হোটেল, ভাড়াগাড়ী অথবা সামুদ্রিক বাহনের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সংশোধিত শুল্ক করেন ।

খ) আদান-প্রদানের তারিখের ৯০ ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বিলম্বিত এবং সংশোধিত শুল্ক পেশ হবে ।

গ) এই আদান-প্রদান ঘর, খাদ্য পানীয় শুল্কের, অন্তর্ভূক্ত জ্বালানী, বীমা, ভাড়ার শুল্ক ভাড়া গাড়ীর ক্ষতির শুল্ক পার্কিং টিকিট, এবং অন্যান্য যানবাহ সম্পর্কিত গণ্ডগোল, এবং কোনও জাহাজের ভিতর কোনও জিনিস কেনা ।

ঙ) বিদেশী মুদ্রার শুল্ক

কার্ডের ক্ষেষত্র (আন্তর্জার্তিক বৈধ কার্ড ছাড়া) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে বোধ শক্তির পরিচয় দিতে হবে । নেপাল ও ভুটান ছাড়া অন্য কোন দেশের বিদেশী মুদ্রার ক্ষেষত্র যা বৈধ শুল্ক সেটাতে কোন কিছুই ছাড়াতে পারবেন । উপরের বর্ণিত জিনিসের সংস্কার ছাড়া আইসিআইসিআই কর্তৃক যে কোনও শুল্ক কার্ড গ্রাহককে দিতে হে । সেজন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক কার্ড সদস্যকে কোনও ক্ষেত্রে ক্ষমা করা হবে না আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে র দ্বারা এই টাকা প্রদান করবার জন্য, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রদান করবে এবং এই ধররের অর্থ দেবার জন্য কার্ড সদসেরে বিরুদ্ধে কোনও ক্ষতিকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না ।

চ) রেল কোম্পানীর সাথে আদান প্রদান

ক্রেডিট কার্ডে রেলের টিকিট কাটা হলে কার্ড গ্রাহককে অতিরিক্ত শুল্ক অথে দিতে হে । (যদি সেটা প্রযোজ্য হয়) কোনও টিকিট বাতিল করা হলে তার অথে কেবল ক্রেডিট অ্যাকাউন্টেই জমা পড়বে । (সেক্ষেত্রে, বাতিল করবার জন্য অল্প শুল্ক নেওয়া হবে ।) তাই ওটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কেই জমা পড়বে । যাই হোক, কার্ড গ্রাহক যদি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে ঠিকঠাক অর্থ দিয়ে দেন বাতিল করবার ১৫০ দিনের মধ্যে সঙ্গে বাতিল করবার কথা সঠিক জানিয়ে একটি বিধির সহিত

সঙ্গে বাতিল দিন। কেনার দিন এবং একটি স্টেটমেন্টের কপি সমেত, যেখানে টিকিট কেনার কথা লেখা আছে, তখন টাকা কার্ড গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। আদান প্রদানের জন্য একটি শুল্ক থার্য হবে।

ছ) পেট্রাল পাম্পের সাথে আদান প্রদান

শুল্ক সংযোজনে বর্ণিত - একজন কার্ড গ্রাহক যখন পেট্রালের দাম দেবার জন্য কার্ড ব্যবহার করেন, তখন তাঁকে লেনদেন সংক্রান্ত মাশুল দিতে হবে।

জ) ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবার ফলে নতুন অর্থসংযোজন হবার সাথে সাথেই কার্ড গ্রাহক দায়বদ্ধ হয়ে যাবেন। যদি কোনেও পূর্বেকার অর্থ বাকী থাকে (যেটা বিলেতে উঠেছে বা ওঠেনি) পেমেন্ট ডিউ ডেটের দিনও যা মেটানে হয়নি এই ধণণের বাকী অর্থের উপর শুল্ক সংযোজনে উল্লেখিত কিছু মাশুল আসবে, এই মাশুল গড়পড়তা দৈনিক ব্যালান্সের উপর হিসাব হয় এবং নিম্নেবর্ণিত যে কোনও একটি তারিখ থেকে ধার্য্য করা হবে।

- এই শুল্কটি জিনিস পত্র বা কোনও সেবার ক্ষেষত্র নেওয়া হয়েছে - যেদিন থেকে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে র রেকর্ডে নথিভুক্ত হয়েছে।
- নগদ টাকা তোলবার ক্ষেত্রে এই শুল্কটি প্রযোজ্য হয়েছে-টাকা তোলবার দিন থেকে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই পেমেন্ট পাবার দিন পর্যন্ত।

ঝ) কার্ড মেম্বারকে দায়বদ্ধতার সংস্কার ছাড়াই প্রতি মাসের টাকা জমা করবার তারিখ বা তার আগেই জমা করতে হবে এই তারিখটা স্টেটমেন্টে লেখা থাকবে। সেইমত কার্ড গআহক টাকা দেবার সময় মত নিজের দেয় তারিখ নির্দিষ্ট করতে পারেন। স্টেটমেন্টে কেবলমাত্র ন্যূনতম দেয় টাকার অঙ্কই দেখা থাকবে। এই ন্যূনতম অঙ্ক সমগ্র অঙ্কের শতকরা পাঁচ ভাগ অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ নিজের বিচারে যদি কোনও অঙ্ক থাকে, তাহলে সেটাও থাকবে পূর্বতম স্টেটমেন্টে দেয় যদি কোন ন্যূনতম টাকা বাকী থেকে যায়, তাহলে সেটাও বর্তমান ন্যূনতম দেয় টাকার সাথে দিয়ে দিতে হবে যদি সমগ্র দেয় টাকা ঋণের পরিমাণ পর বেশি হয়ে যায়, তাহলে যে ঙ্কের টাকা ঋণনীতির বেশি হয়েছে সেটাও ন্যূনতম দেয় টাকা হয় সমগ্র দেয় টাকার। শতকরা ৫ শতাংশ অথবা যে অঙ্কের টাকার জন্য কার্ড গ্রাহক তাঁর অর্থের সীমারেখা অতিক্রম করেছেন এই দুটোর মধ্যে যে টাকাটা বেশী সেইটি বিবেচিত হবে। যেক্ষেত্রে, কেবলমাত্র ন্যূনতম অঙ্কই প্রদান করা হয়েছে, তখন যা সমগ্র বাকী টাকা আছে তার উপরেই সুদ ধার্য্য করা হবে। আদান প্রদানের দিন থেকেই। যেখানে কেবলমাত্র ন্যূনতম অঙ্কই প্রদান করবার ক্ষেষত্র আছে সেখানে গ্রাহককে নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী মেনে চলতে হবে।

ক) স্টেটমেন্ট পাবার পর কার্ড গ্রাহক নিম্নে বর্ণিত যে কোনও উপায়ে তাঁর দেয় প্রদান পারেন যেমন-নগদ টাকায়, চেক, ড্রাফ্‌ট অনেক দিন ধরে অথবা জমা করবার নির্দেশাবলীর দ্বারা। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে তাদের পাঠান স্টেটমেন্ট এর হিসাবে অথবা সমান সংখ্যম অঙ্কেতে দেয় তারিখের মধ্যে ন্যূনতম অঙ্কে।

খ) উপরে ক্লজ (H)-এ বর্ণিত নির্দেশমত কার্ডে কেনা সমস্ত জিনিসের সাথে পরিষেবা শুল্ক ধার্য হবে।

(গ) যদি ন্যূনতম অঙ্কর ভিত্তিতে টাকা দেওয়া হয় এবং সেটা যদি সমগ্র আয়ের কম হয়, তাহলে সমগ্র অর্থের উপর সুদ এবং পরিষেবা শুল্ক ধশর্য হবে যে দিন কেনা হয়েছে সেদিনের থেকে যাওয়া বাকী টাকার উপরে এ আর নতুন খরিদ্দারি টাকা পরবর্তী দেয় টাকার দিন পর্যন্ত বেড়ে যাবে। উপরে বর্ণিত শুল্ক ছাড়াও যে ন্যূনতম অঙ্ক দেয় তারিখের মধ্যে না দেওয়া হবে, তার উপরে দেরীতে টাকা দেবার শুল্ক আনা হবে। কোনও ন্যূনতম অঙ্ক (এমএডি) বা তার কোনো অংশ যা

নিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন টাকা জমা দেবার দিনের পরে সুদ দিতে হবে এবং সেই রকমই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কার্ড মেম্বার ব্যাঙ্কের কাছে নির্দেশ পান।

*আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নিজের বিচারে যে কোন সময়ে পূর্বে নোটিশ না দিয়েই কেবলমাত্র ন্যূনতম অঙ্ক দেবার সুযোগ বন্ধ করতে পারেন যা পূর্ববর্তী ক্লজে কার্ড সদস্যের সাথে সম্পর্কের সূত্রে বলা হয়েছে। নাহলে অন্যথায়, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক সমর্থিত, একটি নির্দিষ্ট স্টেটমেন্টে নিম্নোক্ত ভাবে বাকী হিসাবে গণ্য হবে।

১. সকল রকম কর, ফীজ, সুদ, মূল্য চার্জ (শুল্ক) এবং খরচপত্র।

২. ব্যক্তিগত কর্জের জন্য দেয় অর্থ যা ক্রেডিট কার্ড মারফত দেওয়া হয় এবং যায় কিস্তিগুলি ব্যালন্স ট্রান্সফার মারফত দেওয়া হয়।

৩. ফোনের সুবিধা নিয়ে টাকা তোলা এবং ড্রাফ্ট করা।

৪. খুচরো কেনাকাটার ক্ষেত্রে পয়সা দেওয়া (যেখানে খুচরো কেনাকাটাও কিস্তিতে পরিবর্তনি করা হয়েছে)।

৫. খুচরো কেনাকাটার পয়সা দেওয়া।

৬. অন্যান্য ভাবে শোধ করা যেমন ব্যালান্স ট্রান্সফার করে করা হয় এবং যা কার্ডগ্রাহক উপলব্ধ করতে পারেন।

আগে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও i) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে স্বেচ্ছানুসারে, এই ধরণের দেয় অর্থগুলিকে অনুমোদন করে, যদি এইরকম কোনও দেয় অর্থ যা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য কার্ড গ্রাহক দেবেন, তিনি ওই সুবিধাগুলির সদব্যবহার করবার জন্য যা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া যায় যার বিবৃতি সম্পর্কিত কাগজপত্র এবং অন্যত্র থেকে পাওয়া যাবে। ii) অনুমোদন আদেশ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তার ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত করতে পারে।

তৈরিক্ত অর্থ, যদি কিছু থাকে অনুমোদনের পরে সেটা অঙ্কের সাথে অনুমোদিত হতে পারে যেটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরবর্তী স্টেটমেন্টে চিহ্নিত করা হতে পারে।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও একটি কার্ড অ্যাকাউন্টের ঋণসীমা ধার্য করেনন। যেটা কখনও অতিরিক্ত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। যাইহোক, যদি সমগ্র না দেওয়া টাকা ঋণসীমা ছাড়িয়ে যায়,বাড়তি অঙ্কের উপর অতিরিক্ত শুল্ক এসে যাবে। কার্ড সদস্য পুনরায় পর্যবেক্ষণ। উন্নতকরা। ঋণসীমা করা ইত্যাদির জন্য আবেদন করতে পারেন। অবশ্যই তাঁর সদস্যপদের সময় ১২ মাস অতিক্রম করে গেলে। এই রকম ঋণসীমা পরিবর্তন যদি হয়ও, তাহলে সেটা সম্পূর্ণরূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ নিজের বিচারে হবে। কার্ডে উল্লেখিত ঋণসীমাকে উন্নতি করবার জন্য (বাড়ানো বা কমানোর জন্য) ব্যাঙ্ক পুনর্বিবেচনা করবার অধিকার রাখে, ঋণসীমার ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হলেও আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রভাবিত হবে। অবশ্যই কার্ড মেম্বোরের সম্মতি সাপেক্ষে।

টাকা : যদি জমা দেবার দিন বা আগে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সমগ্র পরিমাণ অর্থ পেয়ে য়া কোনও রকম পরিষেবা মূল্যর প্রয়োজন হবে না। যাই হোক সমগ্র অর্থ ও ড্রাফ্টের লেনদেনে একটি পরিষেবা মূল্য লাগাবে। আর যেটা আদান প্রদানের দিন থেকে ব্যাঙ্কে জমা দেবার দিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রক হাবে ধরা হবে।

ঞ) নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে বা জমা দিয়ে যদি কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেন তাহলে সে কাজ করবার অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের আছে কিন্তু, সেটা করতে যে বাধ্য থাকবে না। এছাড়া হয়ত অন্য অ্যাকাউন্টও কার্ড সদস্যের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের আছে কার্ড অ্যাকাউন্টের সমগ্র বকেয়া, এর সাথে ক্রেডিট কার্ড খরচের সমগ্র টাকা সমীপে এসেছে, কিন্তু, এখনও কার্যকর হয়নি, তক্ষুনি সে তাংক্ষণিকভাবে সম্পূর্ণরূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে দিয়ে দিতে হবে। এটি কার্ড সদস্য, তাঁর উত্তরাধিকারী,

(মৃত্যুর পর) তাঁর আইনি উত্তরাধিকার (ক্রেডিট কার্ড শীল্ড সুযোগের ভাবনা চিন্তার পর) অথবা দেউলিয়া হয়ে যাবার পর কিম্বা ব্যবসা উডিয়ে নিলে কার্ড গ্রাহক করতে পারেন ও ক্রেডিট শীল্ড বেনিফিট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানতে হলে মূল্য সংযোজন দেখুন।

ট) যদি কার্ড গ্রাহক স্বত: স্ফূর্ত ভাবে গ্রহণ করেন যে, যদি জমা দেবার দিনে টাকা না দিতে পারেন, অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে গঠিত চুক্তির বিরুদ্ধে যান, অথবা যদি কার্ড গ্রাহক অন্য কোনো অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন, তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের বিচারে, কোন সংস্কার, চর্চা বা তাঁদের আইনে লিখিত কোনও কিছু উপলব্ধ বর্ণনা বা তাদেরকে প্রয়োগ করবে।

ঠ) দেরীতে টাকা জমা করলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নিজের অধিকার আছে কার্ডের সকল প্রকার সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নির্দেশ দিতে পারে এই বলে যে, তারা যেন ওই কার্ডের মর্যাদা আর না দেয়।

ড) পূর্বে বর্ণিত ভাবে কার্ড গ্রাহক ও সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে স্বীকার করেন যে, দেরীতে টাকা জমা দিলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক। অথবা তাদের মনোনীত প্রতিনিধি। এজেন্টগণ যে কোনও সময় তাঁদের টাকা দেবার জন্য অনুসরণ করতে পারেন বা আগেই বর্ণিত আছে। কার্ড গ্রাহক এটাও স্বীকার করেন যে, সমস্ত রকম খরচ। আইনি খরচ সমেত) সমস্ত বকেয়া সংগ্রহ, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত সকল বকেয়া এবং তার সাথে কছিু ঘটনাবলী, কার্ড এর পূর্ণনবীকরণ অথবা বদল করা, নকল স্টেটমেন্ট। চার্জ স্লিপ, আদান প্রদান জনিত খরচ (যা টাকা অগ্রিম নিলে প্রয়োজন হয়) এবং আসনি সাহায্যের সম্পর্কিত সকল আইনি খরচ এবং সুদ সহ সকল রকম নির্দেশ কার্ড গ্রাহকেই বহন করতে হবে।

সকল বিস্তারিত খবরের জন্য শুল্ক তালিকা দেখুন।

vii) নগদ প্রত্যাহার

কার্ড গ্রাহক নগদ (জরুরী) প্রত্যাহারের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের টেলার কাউন্টার থেকে, টেলার মেসিন (এটিএম) যা নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় আছে, ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি মারফৎ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে নগদ প্রত্যাহার করতে পারেন। প্রত্যেক কার্ড গ্রাহককে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নগদ সীমার বাইরে গিয়ে এই নগদ প্রত্যাহার করা যাবে না। কার্ড মেম্বারদের প্রতিটি আদান প্রদানের রেকর্ড রাখতে হবে তাঁদের সাথে যেটা এটিএম থেকে পাওয়া যায়। পরবর্তী স্টেটমেন্টে এই আদান প্রদান বাবদ শুল্ক যুক্ত হবে। এর উপর, সমস্ত নগদ প্রত্যাহারে প্রতিদিন করে গড় হিসাব করে, প্রত্যাহারের দিন থেকে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নগদের প্রাপ্তিস্বীকারের দিন পর্যন্ত হিসাবে হবে। এই পরিষেবা বাবদ শুল্ক কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হবে আদান প্রদানের শুল্ক এবং পরিষেবা জনিত শুল্ক যা উপরে বর্ণিত আছে তা ফেরত যোগ্য নয়।

viii) টেলিফোনে ড্রাফ্‌ট তৈরী :

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘ. গ্রাহক পরিষেবায় সাহায্য টেলিফোনের মাধ্যমে কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে ড্রাফ্‌ট বানানো যায়। নগদ সীমার ভেতরেই ড্রাফ্‌টগুলিকে বানাতে হবে এবং প্রত্যেক ড্রাফ্‌টের জন্য আদান প্রদান বাবদ শুল্ক দিতে হবে যা পরবর্তী স্টেটমেন্টে প্রতিফলিত হবে। এর উপর সমস্ত ড্রাফ্‌টগুলি প্রতিদিনকার বাকী থেকে যাওয়া বকেয়ার উপর দৈনিক গড়ের ভিত্তিতে প্রত্যাহারের দিন থেকে ব্যাঙ্কের প্রতিস্বীকার পর্যন্ত মূল্য হিসাবে করা হয়। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নিজস্ব নীতিতে এই পরিষেবা মূল্য ধার্য হয়। উপরে বর্ণিত আদান প্রদান মূল্য এবং

পরিষেবা মূল্য ফেরং যোগ্য নষ্ট। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক যে কোনও সময়ে কার্ড গ্রাহককে কোনো নোটিশ না দিয়েই এই সুবিধা বন্ধ করতে পারে। ড্রাফ্‌ট ইস্যু হয়ে গেলে তা মেল। কুরিয়ার করে গ্রাহকের মেশিং ঠিকানায় পাঠান হয়, গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে মাধ্যমে ৪টি কাজের দিনের মাধ্যমে পাঠান হয়। ৩ তবে, এর কোনও নিশ্চয়তা নেই।

ড্রাফ্‌ট বিলি না হলে অথবা দেরী হলে অথবা না হলে এরজন্য কোনো ক্রমেই দায়ী নয়। গ্রাহকেী কাছ থেকে যথাযথভাবে লিখিত অভিযোগ পত্রের ভিত্তিতেই কেবলমাত্র আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক মূল টাকার অঙ্কটি কার্ড গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে দেব।

কার্ড সদস্যের কাছ থেকে তার স্বীকারোক্তি ব্যাঙ্ক পারে। ড্রাফ্‌ট বাতিল করতে গেলে বাতিলের জন্য মাসুলও দিতে হবে। যদি কোনও ড্রাফ্‌ট হারিয়ে যায়। বা চুরি হয়ে যায়, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এর বদল বা ক্ষতি পূরণের জন্য দায়ী থাকবে না।

ix) বীমাকরণের উপকারিতা

ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সাথে গটিছড়া বাঁধার ফলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তার সদস্যদের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুযোগ দিয়ে আসেছ। দাবীর ক্ষেষত্র বীমা কোম্পানী দাবী মেটানোর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে। আর কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে কোনওভাবেই ক্ষতিপূরণ, পুনরুদ্ধার ও আরও কিছুর জন্য দায়ী করবে না। নীচের পরিচ্ছেদের বিষয় হিসেবে ইন্সিওরেন্স কোম্পানী কার্ড গ্রাহকের কাছে নিজে থেকে তার পাওনা নমিনীর নাম প্রকাশ করা উচিত। যাঁর নাম ফর্মের মাধ্যমে স্বাক্ষর যুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে গিয়েছিল। নমিনেশনের কোনও পরিবর্তন কার্ড সদস্যকে লেখার মাধ্যমে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে জানাতে হবে। কার্ড সদস্যকে ততদিনই বীমার আওতায় রাখা হবে যতদিন তিনি কার্ড গ্রাহক থাকবেন, অ্যাকাউন্ট ভাল এবং নিয়মাফিক থাকবে, সর্বোপরি পয়সা না দেবার অক্ষমতা থাকবে না। কার্ড গ্রাহক এটাও মেনে নেন যে, বীমা কোম্পানী তৃতীয় কোনো ব্যক্তিরদাবী করতে পারে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে, যতক্ষণ না কার্ড সদস্যের দ্বারা বকেয়া টাকার সম্পূর্ণ শোধ হচ্ছে। কার্ডের সুযোগ আহরণ করা হলে, তা সে যে কোন কারণেই হোক না কেন, এই সমস্ত ইন্সিওরেন্সের সুযোগ সুবিধা স্বয়ং ক্রিয় ভাবেই খুব তাড়াতাড়ি সদস্য পদ বন্ধ হয়ে যাবে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক যে কোন সময় সম্পূর্ণ নিজের বিচারে (কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই) এই বীমার সুযোগ সুবিধাগুলোকে উন্নত, কমবিরত, প্রত্যাহার অথবা বাতিল করতে পারেন। এবং এই সুবিধাগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কোনও বাঁধা থরা দায়বদ্ধতা থাকবেন।

x) হারিয়ে যাওয়া চুরি যাওয়া অথবা অপব্যবহৃত হওয়া ক্রেডিট কার্ড

যদি কোনও কার্ড হারিয়ে যায় অথবা চুরিহয়ে যায়, তাহলে হারানো বা চুরি হয়ে যাবার ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রাহককে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবা খেত্রে অভিযোগ জানাতে হবে, যাইহোক, কার্ড হারানো বা চুরি হবার ক্ষেত্রে গ্রাহককে স্থানীয় থানাতে অভিযোগ দায়ের করতে হবে এবং পরবর্ত্তী কালে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অনুরোধ সাপেক্ষে সেই অভিযোগের একটি নকল উপস্থাপিত করতে হতে পারে এরপর আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক পর্যন্ত পর্যবেক্ষনেব পরে ওই কার্ড অ্যাকাউন্ট টিকে বিলম্বিত করে সকল সুবিধাগুলিকে প্রত্যাহার করবেন এবং সেজন্য কার্ড গ্রাহকের অসুবিধার হলে ব্যাঙ্ক কোনও প্রকারেই দায়ী থাকবেন।

কার্ডের হারিয়ে খাওয়া-চুরি হওয়া অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হবার অভিযোগ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে জানাবার পরে ওই কার্ড ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিলম্বিত হবার পরেও যদি ওই কার্ডে কোনও অস্বীকৃত লেনদেন হয়, সেজন্য কার্ড গ্রাহক কোনও ভাবে দায়ী থাকবেননা, অভিযোগ জানাবার পরওই হারিয়ে যাওয়া। চুরি হয়ে যাওয়া-অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কার্ডের কোনও রকম লেনদেন হলে তা ব্যাঙ্কের উপরই বর্ত্তবে। যাইহোক, অভিযোগের সময়, এবং লেনদেনের সময় নিয়ে কার্ড সম্পর্কে কোনও বিতর্ক থাকলে, অথবা হারিয়ে যাওয়া-চুরি হায় যাওয়া কার্ডের অভিযোগের সময় সম্বন্ধে কোনও বিতর্কের অবকাশ থাকলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সময়ের নির্ধারণ করবার এবং এই বিতর্কিত লেনদেনের বিকাসযোগ্যতা প্রমাণ করবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এই প্রসঙ্গে কার্ড সদস্যের কাছে হারিয়ে যাওয়া বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার জন্য মোটের দায়ী থাকবে না।

(ক) কোনও দ্রব্য অথবা পরিষেবা সরবরাহে ত্রুটি।

(খ) কোনও ব্যক্তির অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কার্ডকে মেনে নিতে অস্বীকার করা।

(গ) কোনও কম্পিউটার কেন্দ্রের কাজকর্মে গণ্ডগোল

(ঘ) কার্ড সদস্য ছাড়া যে কোনও ব্যক্তিকে আদান প্রদানের জন্য নির্দেশ দেওয়া

(ঙ) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বা তাদের প্রতিনিধি ছাড়া আর কারও হাতে কার্ড দিয়ে দেওয়া

(চ) মেয়াদ শেষ হবার আগেই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও কার্ডকে দাবী অথবা সমর্পনের জন্য প্ররোচিত করতে পারে।

(ছ) কোনও কার্ড এবং কার্ড অ্যাকাউন্টকে শেষ সীমায় আসবার (মেয়াদ ফুরোবার) আগেই বন্ধ করবার অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের আছে।

(জ) ঋণ দীতির কোনও ক্ষতি এবং কার্ড গ্রাহকের ভারমূর্তির জন্য কার্ডকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। অথবা ইহার ফেরতের জন্য কোনও অনুরোধ অথবা অস্বীকার করবার জন্যও কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অথবা কোনও মেল অর্ডারে জন্য তারা কার্ডটিকে স্বীকার না করলে।

i) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে কর্তৃক কোনও ভুল স্টেটমেন্ট ভুল পরিবেশন, শুধুই ভুল এমনকিছু অথবা কিছু বাদ পড়ে গেলে। বাকী থেকে যাওয়া টাকার জন্য কার্ড গ্রাহক দাবী করেন, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে বা তাদের হয়ে কাজ করছেন এমন কেউ, কার্ড গ্রাহক যদি সম্মত হন যে এই দাবী সম্মাহানির কারণ হবে না অথবা এই আইনটি কার্ড গ্রাহকের চরিত্রে কোনও রকমভাবে প্রতিভাত হবে না।

কার্ড-সদস্যটি স্বীকার করেন যে, ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদনের সময়ে তাঁর দেওয়া মোবাইল ফোন নম্বর বা ইমেলে সতর্কতা পাওয়া সুবিধার ব্যবস্থাটি পরিকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বা অন্যথায় নিযুক্ত সার্ভিস প্রোভাইডারগণের দ্বারা দেয় পরিষেবার উপরে নির্ভরশীল। কার্ড-হোল্ডারটি স্বীকার করেন যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের দ্বারা পাঠানো সতর্কতাগুলির যথাকালীনতা, যথাযথতা এবং পড়ার যোগ্যতা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বা অন্যথায় নিযুক্ত অন্যান্য সার্ভিস প্রোভাইডারদের প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলির উপরে নির্ভর করবে। কার্ড-হোল্ডারদের কাছে সতর্কতাগু লি বিলি না হওয়া, অথবা দেরিতে বিলি হওয়া, ভুল সতর্কতাগুলির প্রেরণ, সেগুলি হারানো বা বিকৃতির জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দায়ী নয়।

xii) ধার বদলের সুবিধা

"সুবিধা" অর্থ ধার বদল, বা কিনা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে নিজের ইচ্ছাধীন শর্তে কার্ড গ্রাহকের অন্যান্য ব্যাঙ্কের

অ্যাকাউন্টে যা ধার হয়েছে, সেটা পূর্ণ করে দেয়। তবে অবশ্যই অঙ্কটা কজসীমার ভিতর হতে হবে।

''ইজিবিটি'' অর্থ সেই সুবিধা যাতে কার্ড গ্রাহক তাঁর ধার শোধের প্রক্রিয়ার যখন সমপরিমাণ মাসিক কিস্তিতে ভাগ করে দেন।

''ইএমআই বা ইকোয়েটেড মান্থলী ইনস্টলমেন্ট'' অর্থ হল-সুবিধার সদব্যবহার করবার জন্য কার্ড গ্রাহককে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয় তা সুবিধা জনক সমপরিমাণ মাসিক কিস্তিতে তিনি দিতে পারেন-যেটা দেয় সমগ্র অর্থের পরিমাণ এবং সুদ এর উপর নির্ভর করে কিস্তিতে পরিবর্তিত হবে।

এই সুযোগের সদব্যবহার

এই সুযোগের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে তার কার্ড গ্রাহককে অন্য ব্যাঙ্কের সমস্ত ধার আইসিআইসিআই শোধ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কার্ড গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসে। এইরকম পরিবর্তন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কদ্বারা ইস্যুকরা কোনও ড্রাফটের মাধ্যমে হয়। যা অন্য ব্যাঙ্কের নামে দেওয়া হয়। এই ড্রাফটকে কার্ড গ্রাহকের ঠিকানায় পাঠানো হয়। প্রকৃতপক্ষে, কার্ড গআহকের কার্ডটিকে অন্য ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় এই সুযোগের সদব্যবহারের জন্য। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও অপরিশোদিত পেমেন্ট অথবা সার্ভিস চার্জ যা কার্ড গ্রাহক গ্রহণ করেছিলে তাঁর অন্য কার্ডের মাধ্যমে যে সুযোগ পরবর্তীকালে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা সমর্থিত এবং স্বীকার করা হয়েছিল। কার্ড গ্রাহক তখনও দায়বদ্ধ থাকবেন পেমেন্ট দেবার জন্য তাঁর অন্য ক্রেডিট কার্ডে যেটা ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যু করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, যতক্ষণ না অন্য ব্যাঙ্ক তার ইস্যু করা কার্ডটির জন্য ওই পরিমাণ অর্থ না পাচ্ছে, ততক্ষণ। তাছাড়া, কার্ড গ্রাহক ভবিষ্যৎ একটি স্টেটমেন্টে এই সত্য জানবেন যে, তাঁর সঙ্গে অতিরিক্ত কার্ড গ্রাহকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। যতখানি ক্যাশ লিমিট। অথবা ক্রেডিট লিমিট আছে, তারসঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর কার্ড গ্রাহককে তাঁর অনুরোধে এই সুযোগটি দেওয়া হবে।

ক্যাশ লিমিট। অথবা ক্রেডিট লিমিট এই দুইটি কার্ড গ্রাহককে দেওয়া হবে। এখন কার্ড গ্রাহককে অ-ফেরংযোগ্য প্রসেসিং ফীজ দিতে হবে। যেটার শতকরা হিসাব আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের শুল্ক সংযোজনে লেখা আছে। প্রসেসিং ফীজ এর উপর সার্ভিস চার্জ ধার্য্য হবে এবং সুদের হিসাব আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কপ্রদত্ত অনুপাতে ধার্য্য হবে। এই আর্থিক অঙ্কটি নির্দিষ্ট মাসের স্টেটমেন্টে দেখা যাবে।

পরিশোধকরণ

'ইজিতবটি' সুবিধা হলে কার্ড গ্রাহক ইএমআই এবং সুদের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করবেন। কার্ড গ্রাহক যখন এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়েছিলেন তখন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কযে ভাবে বলেছিল বা তার পরে য়েরকম ভাবে বলেছিল সেইভাবে সুদ ধার্য্য হবে। যে মুহূর্তে কার্ড গ্রাহকের কাছ থেকে ''ইজি বিটি''-র জন্য অনুরোধ এসেছিল এবং তা নিশ্চিত হয়েছিল তখন থেকেই সুদের হিসাব করতে হবে। ইএমআই এর যা অন্যান্য বিশদ বিবরণ এবং সুদ এর দর সহ কার্ড গ্রাহকের ঠিকানায় পাঠানো হবে।

যে নির্দিষ্ট মাসের ইএমআই বাকী থাকবে তা এখটি নির্দিষ্ট মাসের স্টেটমেন্টেই প্রতিফলিত হবে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অধিকার থাকবে। কার্ড গ্রাহক কর্তৃক তার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে মাসিক কিস্তি হিসাবে ওই নির্দিষ্ট মাসে দিয়ে দিতে পারে। যেভাবে স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কার্ড গ্রাহককে জানানো ংয়েছে, সেইভাবে। পরিশোধের উপর নির্ভর করে কার্ড গ্রাহকের ক্যাশ লিমিট। ক্রেডিট লিমিট উভয়ই পুর্নবহাল করেছেন, সে পর্যন্ত।

কার্ড গ্রাহককে অনুরোধ করা হবে যে, পেমেন্ট ডিউ ডেটের মধ্যে ইএমআই এর সমগ্র টাকা দিয়ে দিতে, যেভাবে

স্টেটমেন্টে বর্ণিত আছে- আর এটা আরও আগে নিয়ে যাওয়া যাবে না। অথবা পরবর্তী স্টেটমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করাও যাবে। না। পেমেন্ট যদি নির্দিষ্ট ডিউ ডেটের মধ্যে না করা হয়। তাহলে এটা কার্ড গ্রাহকের অক্ষমতা বলেই ধরে নেওয়া হবে এবং কার্ড গ্রাহককে সমস্ত অর্থ একসাথে পে করতে হবে সুদ সহ, যা তাঁর সুবিধার উপর দেরীতে টাকা দেওয়ার ফীজ সহ ধার্য্য হতে পারে। যা শুল্ক সংযোজন লেখা আছে সেরকম ভাবে।

ইজি বিটি ছাড়া অন্য সুবিধাগুলি সমগ্র দেয় টাকায় অংশ বিশেষ হবে এবং। অথবা দেয় ইএমআই অঙ্কটিকে ক্লজ ৫ vi এবং xxxvi-এ লেখা আছে সেভাবে পরিশোধ করতে হবে।

এই সুবিধার অগ্রিম বন্ধ

ইজি বিটি-র মত সুবিধা হলে, যদি এই সুবিধাকে অগ্রিম বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথবা সুযোগের শেষ পর্যন্ত না গিয়ে অগ্রিম বন্ধ করা হয়-তাহলে কার্ড গ্রাহক দ্বারা এই অগ্রিম বন্ধ করবার জন্য সুদ সহ সমস্ত অর্থ এবং সেজন্য যা সুযোগ সুবিধা সব ফেরং দিয়ে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। এই অগ্রিম বন্ধ করবার জন্য কার্ড গ্রাহক যে কোনও সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘ. গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই সুবিধা দেবার সময়ে গ্রাহককে যা বলা হয়েছিল সেই রকম আগাম বন্ধ করবার চার্জ গ্রাহককে দিতে হবে।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সমস্ত প্রতিকূলতার উর্দ্ধে গিয়ে ওই কার্ড গ্রাহককে তখনই ঋণ শোধের জন্য বলতে পারে। এইরকম দাবীর ক্ষেত্রে কার্ড গ্রাহককে সকল সুদ, সুযোগ সুবিধা সহ দেয় সকল অর্থ, ক্ষেত্রে বিশেষ অক্ষমতার জন্য ইএমআই-র সব টাকা কার্ড গ্রাহককে শোধ করতে হবে।

এই সুবিধার বাতিলকরণ

সুবিধার উপলব্ধ করবার ১৫ দিনের মধ্যে কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবাকে জানিয়ে এই সুবিধা বাতিল করতে পারেন।

ক্রেডিট কার্ড বাতিল করণ মিন্মলিখিত ঠিকানার থেকে পাওয়া যাবে। ক্রেডিট কার্ড অপারেশন্স আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, এম্পায়ার কমপ্লেক্স, ৪১৪, এসবি মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বাই-৪০০ ০১৩।

xiii) অতিরিক্ত কার্ড

প্রধান কার্ড গ্রাহকের অনুরোধ সাপেক্ষে তাঁর পরিবারের সদস্য অথবা সদস্যগণকে ''সম্পূরক কার্ড'' দেহয়া আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্ত প্রধান কার্ড গ্রাহকের পরিবারের সদস্যদের এই সংযোজকে যা সম্পূরক কার্ড প্রদান করে এবং সমস্ত শর্ত্তাবলী সমাসাপেক্ষে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। সম্পূরক কার্ডের ব্যবহার এই সকল শর্ত্তাবলীর গ্রহণযোগ্যতার উপরই জন্যে হবে। যেকোনও সম্পূরক কার্ডের এবং প্রধান কার্ডের গ্রাহককে লেনদেনের হিসাব মেটাবার জন্য যুগ্মভাবে অথবা চুড়ান্তভাবে এই শর্ত্তাবলী সন্বধে দায়বদ্ধ থাকতে হবে, তবে, এই সম্পূরক কার্ডের লেনদেনের হিসাব সংক্রান্ত ঋপশোধের নিশ্চয়তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে প্রধান কার্ড গ্রাহকের, সম্পূরক কার্ড, যেহেতু একটি বিশেষ সুবিধা এবং তার অনুমান- অনুপাত সময়ের ব্যতিরেকে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত হবে, সম্পূরক শর্তের সদস্যকাল সম্পূর্ণ ভাবে প্রধান কার্ডের সদস্যকালের উপর নির্ধারিত হবে।

xiv) বিলিং

কার্ড অ্যাকাউন্ট সদস্যের সারামাসে কার্ড সংক্রান্ত এবং অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিষয় প্রত্যেক মাসের ভিত্তিতে বিল আসবে, কার্ড মেম্বোরদের কাছে বিল ছাড়বার সময় যাতে কোনও ভাবে দেরী না হয়, সেটা। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক খেয়াল রাখবে। যদি কোনো মাসে কোনও বকেয়া না থাকে, আবার কোনও আদান প্রদান ও না হয়, তাহলে

সেই মানে কোন স্টেটমেন্ট তৈরী হবে না।

শুধুমাত্র কার্ড সদস্যদের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক অনলাইনে প্রচুর নিরাপত্তার সাথে স্টেটমেন্ট ইস্যু করে যথেষ্ট নজরদারি সত্ত্বেও যদি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গ্রাহক স্টেটমেন্ট পেতে দেরী করেন তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছে স্টেযমেন্টের কপি নিয়ে টাকা জমা দেবার দিন বা তার আগের যে কোন দিন টাকা জমা দিতে হবে। স্টেটমেন্টে টাকার অঙ্ক জানতে হলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবা নিতে পারেন।

xv) তাৎক্ষণিক ব্যবসায়িক কিস্তি পরিকল্পনার শর্ত্তাবলী

''ই এম আই'' অথবা **''সমানীকরণ মাসিক কিস্তি''** হল কার্ড গ্রাহক কর্তৃক সমানীকরণ কিস্তি প্রধিয়ার মাধ্যমে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে দেয় টাকা, যা প্রয়োজনীয় প্রধান ধনরাশি, সুদ, এবং অন্য/যেকোনও প্রযোজ্য শুল্ক নিয়ে গঠিত।

''তৎক্ষণিক ই এম আই'' হল কার্ড গ্রাহক কর্তৃক অনুরোধের ফলে ই এম আইতে পরিবর্তন জন্য, যেসকল লেনদেন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কের ইডিসি (ইলেক্ট্রিকাল সটা ব্যাপাচের) ক্ষেত্রে হয় অথবা এইরকম অনলাইন লেনদেনের জন্য, যেখানে এইরকম পরিবর্তন প্রযোজ্য হয়।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের অধিকারে প্রত্যেক ব্যক্তিগত কার্ড গ্রাহকের কাজে, ক্রেডিট কার্ডের তাৎক্ষতণক কিস্তি, কার্ড গ্রাহকের আইনি বাধ্যবরধকতরী াকরনঊ কুসতঙ্কর জাড়া এই ধরণের দাবীর অবিলম্ব অর্থ প্রদান করবেন, কোনো কিছু দায় করবার পরে কার্ড গ্রাহক সমানীকরণ মাসিক কিস্তির (ই এম আই) দ্বারা টাকা শোবির জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবার দ্বারা ঞ্জাত হতে পাবেন এবং কার্ড গ্রাহকের কাছে পাঠানো স্টেযমেন্টের দ্বারা ও ঞ্জাত হতে প২ারেন যেটা নিম্নলিখিত শর্ত্তাবলীর দ্বারা বিবেচিত হতে পারে।

i) একবার কার্ড গ্রাহক যদি তাৎক্ষণিক মাসিক পরিষেবা পছন্দ করেন, তাহলে পরবর্ত্তী কালে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজপৃঠক শুল্ক কেনাকটার প্রভৃতির উপর সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হয়।

ii) যদি কোনও কারণে বিলেব কোনও অংশ বা বকেয়া টাকা তাৎক্ষণিক মাসিক কিস্তি (ইনস্ট্যা ই এম আই এস) দ্বারা শোধকরবার অনুমতি না মেলে, অথবা বকেয়া দেবার দিন না জমা করা হয়, তাহলে ওটা পরবর্ত্তী সময়ের জন্য সুদ, পরিষেবা শুল্ক, এবং দেরীতে বকেয়া স্টোবার জন্য ক্লজ ৬-(**vi**) -তে বিতৃত সুদের হার অনুযায়ী তোলা থাকবে।

iii) তাৎক্ষণিক মাসিক ইস্ট্রা - (ই এম আই এস) সুবিধা পাওয়া যাবে ক্রেডিট কার্ডের জন্য যেটা বর্তমানে নিম্নলিখিত খরিধারির অন্তর্ভুক্ত।

(ক) ব্যবসায়িক প্রতিষ্টানের জন্য নতুন খরিদ্দারি

(খ) ব্যবসায়িক প্রতিষ্টানের পুরনো খরিদ্দারিতে বৈপরীতা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টা পরিষেবা দ্বারা,

(**iv**) এই তাৎক্ষণিক মাসিক কিস্তি পরিষেবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ নিজের বিষারে কার্ড গ্রাহককে দেওয়া হবে এবং এই সুযোগগুলি উপলব্ধ হবে।

ক) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ সময় এবং এরকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্টানের ক্ষেত্রে।

খ) কার্ড গ্রাহকই হবেন এই তাৎক্ষণিক মাসিক কিস্তি পরিষেবার গঠনস্তর স্বরাপআর ব্যবসাদার ঠিক করবেন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক।

গ) একসাথে প্রদহে টাকার পরিমাণ, আদান প্রদান বাবদ শুল্ক, তাৎক্ষণিক মাসিক কিস্তির প্রদেয় সময় এবং অন্যান্য প্রদেয় সন্বধে বিস্তারিত হবেন কার্ড গ্রাহক এবং ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্যতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক মস্থির করতে পারবেন।

xvi) স্বয়ংক্রিয় বিকল্প (ডেবিট) এর সুবিধা

কার্ডের অর্থ মেটানোর জন্য কার্ড গ্রাহক স্বয়ংক্রিয় বিকল্প ব্যবস্থার সুবিধা নিতে পারেন। স্বয়ংক্রিয় বিকলণ ব্যবস্থার সাহায্য নেবার ফলে কার্ড গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট (বিস্তৃতভাবে, যেটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছে থাকবে) তার থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, উপরে বর্ণিত পরিমাণ এরজন্য, কার্ড গ্রাহকের কাছে পাঠানো স্টেটমেন্টে নির্দেশিত প্রদেয় তারিখে। যদি, বকেয়া মেটানোর দিন একটি কাজের দিন হয় (ওয়ার্কিং ডে) তবেই, নতুবার তার ঠিক পরবর্তী কাজের দিন। যদি প্রদেয় তারিখে ওই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট। টাকা না থাকে, তাহলে কার্ড গ্রাহককে দেয় টাকার সাথে বাকী সকল শুল্ক দেবার জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে। কার্ড গ্রাহককে মানতে হবে যে, স্বয়ংক্রিয় বিকলণ ব্যবস্থা যদি ত্বরান্বিত না হয়, তার জন্য অর্থের আদান প্রদানে অথবা অন্য কোনও কারণে বা অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও রকমে দায়ী থাকবে না। স্বয়ংক্রিয় বিকলণ ব্যবস্থার নির্দেশ সমেত কার্ড গ্রাহককে তাঁর নিজের ব্যাঙ্ককে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পক্ষে নির্দেশ দিতে হবে এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পূর্ব সম্মতি ছাড়া কার্ড গ্রাহকের ব্যাঙ্ককে এই সম্বন্ধে বলা যাবে না। এই সকল নির্দেশ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে সম্মতি ছাড়শ প্রত্যাহার। বাতিল করা যাবে না।

xvii) বকেয়া ফেরত

কার্ড মেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত কোন চেক বা অর্থপ্রদানের অন্য কোনও মাধ্যম তাঁর বকেয়া টাকা শোধ করবার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং যদি এর বৈধতা স্বীকৃত না হয় তাহলে অবশ্যই কার্ড গ্রাহকের কাছে এটা ফিরে যাবে কেননা এটা আরও দূর ব্যবহার করা যায় না বলে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ড গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে, এবং কর ধার্য্য করতে পারে ব্যাঙ্ক নিজে ইচ্ছায় এবং স্থায়ী ও। অস্থায়ী ভাবে কার্ডকে ব্যতিলও করতে পারে। কার্ড গ্রাহককে এই চেক ফিরে যাবার জন্য শুল্কও দিতে হবে, দেরী করবার জন্য ফী অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্য যে কোনও শুল্ক দিতে হতে পারে।

xvii) বিতর্ক

যে কোনও চার্জ স্লিপ অথবা অন্য কোনও দাবি, টাকা জমা করবার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রাপ্ত বকেয়াই হবে চূড়ান্ত প্রমাণ যেটা কোন চাজস্লিপ লিখিত মূল্য অথবা অন্য কোনও বৈধ আর্থিক দারীর জন্য কার্ড গ্রাহকেই দায়ী হবেন, যদি না ক্রেডিট হারিয়ে যায় অথবা চুরি হয় অথবা তার অপব্যবহার হয় এবং উপর ক্লজ লাইনে (IX) বর্ণিত শর্তাবলী লাগু হবে, এই প্রমাণের বোঝা কার্ড গ্রাহকের উপর বর্তাবে। অন্যান্য বৈধ আর্থিক দাবি যা এই ক্লজে নিদেশিত যেকোন এবং সকল বকেয়া মেটানতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সম্মতি প্রাপ্ত খরচ যা কার্ড গ্রাহক একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বায় করবেন কার্ড ব্যবহার করে, সেটা বাড়তি মূল্য হিসাবে ধরা হবে না।

এই রকম চার্জস্লিপের উপর কার্ড গ্রাহকের সই সেইসঙ্গে তলায় লেখা কার্ড নম্বর এই দুটোই কার্ড গ্রাহকের দায়িত্বের শেষতম নিদর্শন হতে পারে। যদি কোনও কারণে আইসিআইসিআই ২৪ ঘন্টা গ্রাহক পরিষেবা দ্বারা। ২৪ ঘন্টার আইসিআইসিআই গ্রাহক পরিষেবার দ্বারা দীর্ঘ সময় সেবা নেওয়া। পিন নম্বী (এ পিন) এর অসীম ব্যবহার। ইুজার আইডি। পাসওয়ার্ড এইগুলি কার্ড গ্রাহকের কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে গঠনমূলক প্রমাণ আদান প্রদান করবার জন্য।

কার্ড গ্রাহক কেনাকাটা করবার পর জিনিসপত্র পেয়েছেন কি না সেটা নিশ্চিত করবার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না কোনও কারণে স্টেটমেন্টে উল্লেখিত কোনও মূল্যের সাথে একমত হতে পারলেন না, তাহলে সেটা স্টেটমেন্ট প্রাপ্তি ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে আলোচনা করতে হবে, নাহলে স্টেটমেন্টে বর্ণিত সব কিছুই ঠিকঠাক আছে ধরে নেওয়া হবে।

xix) নিরাপত্তা

একটি সুরক্ষিত ক্রেডিট কার্ডের কার্ড অ্যাকাউন্টের প্রদেয় অর্থ সমেত, যে কোন প্রদেয় অর্থ যা কার্ড কর্তৃক খরিদ্দারিতে খরচ হয়েছে তার সুদ সমেত, শুল্ক যা নীচে আলোচিত, যা শুল্ক হয়েছে কিন্তু, তার থেকে এখনও কাটা শুরু হয়নি, কার্ড গ্রাহক দ্বারা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করবার সময় সংরক্ষিত হবে এই সব সুরক্ষিত জিনিসের জমানত। বন্ধক থাকে। সুরক্ষিত জমাপত্র (ফিক্সড ডিপোজিট) ব অন্যান্য সম্পত্তি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক মনোনীত করে যা কার্ড গ্রাহক একক ভাবে। অথবা যুগ্মভাবে অথবা বিশ্বাসভাজন তৃতীয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছে প্রস্তাব করে। কার্ড গ্রাহক এইরকম সমস্ত প্রমাণিদি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছে মনোনীত ও পরিতৃপ্ত করবার মত করে অন্য সমস্ত লৌকিকতা ও পরিতৃপ্ত হবে এই রকম ভাবে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে প্রেরণ করেন। নিরাপত্তা খরচ এবং সকল লৌকিকতা পূরণ, কিন্তু স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য নয়, এটা কার্ড গ্রাহক কর্তৃক বাহিত হবে।

xx) সংগ্রহ

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে, গ্রাহকের খরচে, এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কার্ড গ্রাহকের প্রদেয় অর্থ সংগ্রহের জন্য। এবং কার্ড গ্রাহক কর্তৃক নিরপত্তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক (এই জন্য) এই ধরণের ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে তথ্য এবং কার্ড গ্রাহকের তথ্য এবং সংখ্যার জন্য সমস্ত আইনি প্রদর্শন করতে, দলিল, বিষয় এবং এই সম্পর্কিত বিষয়ে সংযোগ করাতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নিয়োগ করে।

xxi) দ্রব্য এবং সেবার উৎকর্ষতা

জিনিসপত্রের জন্য কোনও ভাবেই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না, জিনিসপত্রের ন্যাযাতা প্রতিপন্ন (ওয়ার‍্যান্টি), বিক্রীত সেবা যা জিনিস কেনবার পর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওয়া যায়, এছাড়াও দেরীতে সরবরাহের জন্য, সরবরাহ না করবার জন্য, জিনিসপত্র না পাবার জন্য অথবা খুঁত হয়ে যাওয়া জিনিস পত্রের জন্য কার্ড গ্রাহকই দায়ী থাকবেন। এটা পরিষ্কার বুঝতে হবে যে, ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকের কাছে সম্পূর্ণ এক উপলব্ধ সুবিধা, জিনিসপত্র কিনতে বা অন্য কনেও পরিষেবার ক্ষেত্রে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক জিনিসের উৎকর্ষতা, সরবরাহ ও অন্যান্য বস্তুর জন্য দায়ী থাকবে না। অস্তিত্ব দ্বন্দের লড়াইয়ে কার্ড গ্রাহককে তাঁর অনুগত্যের বাইরে যাওয়া চলবে না এবং খুব তাড়াতাড়ি কার্ড গ্রাহককে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে সব অর্থ মিটিয়ে দিতে হবে।

xxii) ধারে আদান প্রদান

কেনার জন্য পয়সা ওঠানো এবং সামগ্রী বা। সরবরাহের জন্য বাতিল করা - এই দুটো দু রকমের আদান প্রদান। যে কোনও রকম অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা এড়াতে কার্ড গ্রাহক স্টেটমেন্টে বর্ণিত খতরদ্দারির হিসাবকে যথাযথ ভাবে মিটিয়ে দেবেন। বাতিলের ক্ষেত্রে, ফেরংযোগ্য অথঁ কেবলমাত্র কার্ড অ্যাকাউন্টেই জমা পড়বে। (যাতে বাতিল করবার শুল্ক কম হবে) যখন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এটার প্রাপ্তি স্বীকার করবে। যাইহোক কার্ড গ্রাহক কর্তৃক ক্রেডিট কার্ড স্লিপের যথাযথভাবে দাম মেটানোর পরে এই বিয়োগ হওয়া সঠিক অর্থের অঙ্ক কার্ড অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। যদি এই অঙ্ক একটি উচিৎ সময়ের মধ্যে না চলে আসে, তাহলে কার্ড গ্রাহককে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে জানাতে হবে।

xxiii) বিদেশী মুদ্রাতে মূল্য চোকানো

কার্ড গ্রাহক ঘোষণা করেন যে, ক্রেডিট কার্ড, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তা যদি বিদেশে ব্রবহার হয়, তাহলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) কর্তৃক ঘোষিত নীতী লঙ্ঘন হবে না। সেক্ষেত্রে, যদি আর বি আই এর ঘোষিত নীতির অতিরিক্ত (তাঁকে দেওয়া ক্রয় ক্ষমতার) ঘরচ কারণ, তাহলে তাঁকে যতশীঘ্র সম্ভব আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে লিখিত জানাতে হবে। আরবিআই কর্তৃক নির্ধারিত এরকম যেকোন চার্জের অতিরিক্ত পাসপোর্টের অপর পিঠে লিখতে হয়। এবং তারজন্য পাসপোর্ট এর দরকার হয়, সেই লেখা পাসপোর্ট এর বোঝা উঠানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কার্ড গ্রাহকের উপরই বর্তাবে কার্ড গ্রাহক কর্তৃক আরবিআই এর বিদেশী মুদ্রা সংস্করণ নীতির নির্দেশাবলীতে নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহলে, ১৯৯৯ সালে গঠিত বিদেশী মুদ্রা নীতির তাঁর বিরুদ্ধে যে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারেন, এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক অথবা আরবিআই কর্তৃক তিনি তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও রকম ক্ষতি বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হতে পারে আরবিআই নির্দেশনীতির বিপক্ষে গেলে, তারজন্য কোনও রকম ভাবেই দায়ী থাকবে না। কেননা, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক জানবে যে, তার কার্ড গ্রাহক তাঁর যতটা পাওয়ার কথা সেই সীমা অতিক্রম করেছে। এই সমস্ত মাশুল বিদেশী মুদ্রাতে অথচ ভারতীয় টাকার অঙ্কে কার্ড গ্রাহকের স্টেটমেন্ট আসবে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এস সমস্ত বিদেশী মুদ্রাকে ভারতীয় টাকার সমপরিমাণে রূপান্তর করতে পারে সময়ের সাথে সাথে মূল্য পরিবর্তনের নীতির দ্বারা।

xxiv) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ডের পুরস্কার

''পরিকল্পনা (স্কীম)'' হল আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে পুরস্কার পরিকল্পনা।

''ক্রেডিট কার্ড পুরস্কার পরিকল্পনা'' -হল নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে উপার্জিত পয়েন্টস।

দোষী সব্যস্ত হওয়া অ্যাকাউন্ট-মানে যে অ্যাকাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট ভাবে অর্থ জমা করা হয় নি।

''কার্যকরী দিন (ইফেক্টিভ ডেট)''-যেদিন থেকে পরিকল্পনা কার্য শুরু হয়, যেটা বিভিন্ন সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক জানানো হয়।

''পরিকল্পনার শেষ দিন'' (স্কীম টার্মিনেটর ডেট) - মানে যে দিন ওই পলিকল্পনা শেষ হয়, যেটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক জানানো হয়।

''বৈধ শুল্ক'' (ভেলিড চার্জ) - মানে এমনই, কটি শুল্ক যা কার্ড গ্রাহক কার্ডে কেনাকাটা করলে অথবা পরিষেবা নিলে অথবা অন্য কোনও শুল্ক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এই পরিকল্পনার জন্য আসে।

এই পরিকল্পনা - কার্যশালী হয় এবং কেবলমাত্র কার্যকর দিন থেকে এবং যে কার্ড গ্রাহক ওই কার্যকর দিনাট অথবা তারপর থেকে কার্ড অধিগ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া কার্ড গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এই কার্যকর দিনটি থেকে বা অন্য যেকোনও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অ্যাকাউন্ট এর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য) হবে না।

এই পরিকল্পনার অর্ন্তগত আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ড গ্রাহক কর্তৃক কার্ডের বৈধ শুল্ক দেওয়ার জন্য পুরস্কার (রিওয়ার্ড পয়েন্ট) দেবে। এই ক্রেডিট কার্ড-এর থেকে পাওয়া পুরস্কৃত বিন্দুগুলি (রিওয়ার্ড পয়েন্টস) কার্ড গ্রাহকের স্টেটমেন্টে প্রতিফলিত হবে। আর কার্ড গ্রাহক তাঁর অর্জিত পুরস্কার বিন্দুগুলি বিভিন্ন সময় কিনে নিতে পারেন। আর এইভাবেই কার্ড অ্যাকাউন্ট থেকে পয়েন্ট কমে যায়। যদি এই প্রকল্পের অন্তিম দিনের আগে যদি ক্রেডিট কার্ড প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় অথবা বাতিল হয়ে যায়, অথবা অ্যাকাউন্টটি দোষী অ্যাকাউন্ট সাব্যস্ত হয়, তাহলে সমস্ত ক্রেডিট কার্ড অর্জিত পয়েন্ট আপনা আপনিই স্বয়ংক্রিয় ভাবে বাতিল হয়ে যায়। ভবিষ্যতে, যদি সদস্যপদ আবার পুর্নবহালও হয়। তাহলে এই পয়েন টস্গুলি তখনও অ্যাকাউন্টে যুক্ত হবে না। এই প্রকল্পের অন্তিম দিনে যে পয়েন্টস্গুলি কার্ড গ্রাহকের জমা হয়ে আছে,

যেগুলি বিভিন্ন সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক বর্ণিত আছে, সেগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের ক্ষমতা হারাবে। ক্রেডিট কার্ড অর্জিত পুরস্কার পয়েন্টের হিসাবে চূড়ান্ত হবে। কার্ড গ্রাহকে বাধ্যতা এবং সমাপন অঙ্ক আর দায়বদ্ধ থাকবে না বা দ্বন্দ বা কোন প্রকাশও এরমধ্যে থাকবে না।

কোনও কর অথবা অন্য দায়বদ্ধতা অথবা মূল্যের দায় যেটা সরকারকে প্রদেয় অথবা অন্য যে কোনও কর্তৃত্ব অথবা সামগ্রিক সঙ্ঘ অথবা কোনও অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যার উত্থান হতে পারে অথবা পুনরায় কিনে নিতে পারে যে রকমভাবে বলা হয়েছে, অথবা এই স্কিমের ফলাফল হিসাবে কার্ড গ্রাহকের সম্পূর্ণ নিজের অ্যাকাউন্টে থাকবে। এই পরিকল্পনাতে এমন কিছুই ছিল না যেটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে কোনও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল অথবা কোনও অংশগ্রহণকারী কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এই প্রকল্পটিকে চালু রাখতে পরিকল্পনার দর পরিকল্পনাতে করে অথবা আবার নতুন কোনও পরিকল্পনা শুরু করবে।

এই পরিকল্পনাতে অংশগ্রহণ করা হচ্ছে ঐচ্ছিক সাধারণভাবে কার্ড ব্যবহারের সময়ে এই খরচগুলো কার্ড গ্রাহককে বহন করতে হবে। কার্ড গ্রাহক কখনই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে কোনো ক্রিয়া, দাবী, বোঝাবাহক, ক্ষতি, শুল্ক মূল্য ইত্যাদি অথবা কার্ড ব্যবহারে সময়ে কার্ড গ্রাহক যে খরচা বহহন করেন তারজন্য দায়ী করতে পারবে না। এই প্রকল্পের শর্তাদি যোগ হবে কিন্তু বাদ যাবে না এই শর্তাবলীর ভেতরে শর্তাদির জন্য অর্জিত পুস্তিকাও (রিওয়ার্ডস বুকলেট) সরবরাহ করা হবে। অনুরোধে অর্জিত পুস্তিকা এবং অতিরিক্ত শর্তাবলী সম্পর্কিত পুস্তিকাও পাওয়া যাবে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এই স্বত্বের অধিকারী যে, যেকোন সময়ে, পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই কার্ড গ্রাহকের কাছে বিন্দুক্তিকরণ অথবা পরিবর্তন, বদল করা অথবা সামগ্রিক ভাবে কিছু যা এই স্কিমে আছে তা প্রত্যাহার করতে পারে। সমস্ত রকমের দ্বন্দ (যদি কিছু থাকে) যদি এর বাইরে থেকে বা এর সাথে সংযোজিত হতে পারে অথবা এই প্রকল্পের ফলস্বরূপ যা কিছু, যা এই স্কিমের ভিতরে বা বাইরে তা কেবলমাত্র মুম্বাই বিচারবিভাগীয় এলাকার অন্তর্গত আদালত। গণ আদালতে বিচার হবে।

xxv) উন্মোচন

কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে অনুমতি প্রদান করেন ও নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করেন - ইহা গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীকে বদল করবার জন্য তার সমস্ত তথ্য সহ, ডাটা এবং নথিপত্র-তাঁর আবেদন সহ। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক। অর্থনৈতিক কোম্পানী। ক্রেডিট ব্যুরো। এজেন্সী। নিয়মরক্ষণকারী কেন্দ্রে। সংবিধিবদ্ধ তারা তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জন্য তথ্য। এইরকম লোকের ডাটা ইত্যাদিরা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে দায়ী করবে না বা তার সঙ্ঘ কোম্পানীকেও দায়ী করবে না।

কোনও কারণে যদি কার্ড গ্রাহক একবার ভুল করেন টাকা দিতে অথবা পুনরায় দিয়ে দেন মূল অর্থ কোনও অর্থনৈতিক সাহায্যে। সুবিধাতে। ঋণ নীতিতে। অথবা সুদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যুগ্ম অধিকার অথবা সম্পূর্ণ প্রকাশ না দেওয়া অর্থ এবং কার্ড গ্রাহকের নামে। অথবা নির্দেশক। অংশীদার। অতিরিক্ত কার্ড গ্রাহকেরা যে রকমভাবে প্রযোজ্য অর্থ বাকী থেকে যাওয়া। ব্যক্তিদের আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং আরবিআই সম্পূর্ণভাবে তাদের বিচারে দেখাতে পারে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তাদের ঋণনীতির ইতিহাস। অথবা পুনরায় টাকা জমা করবার রেকর্ড, অতীত বর্ণনা (ক্রেডিট কার্ড সভ্যের ঋণনীতির কোম্পানীর নীতি নিদ্ধারণ রেগুলেশন অ্যাক্ট), ২০০৫ থেকে ঋণনীতি ব্যুরো (যারা আরবিআই দ্বারা স্বীকৃত) এদের স্টেটমেন্টের মাধ্যমে মানায়।

xxvi) ঋণের হস্তান্তর করণ (ডেবিট অ্যাসাইনমেন্ট)

কার্ড গ্রাহককে সূচীত না করেই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অধিকার আছে যে তৃতীয় কোনো পক্ষকে স্থানাতর করা, হস্তান্তর করা, বিক্রি করা, সামগ্রীক ভাবে অথবা আংশকভাবে ক্রেডিট কার্ডের বকেয়া থাকা সকল অর্থ, এখন

এসসব বিক্রী, বা হস্তান্তরের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কার্ড গ্রাহকের বিরুদ্ধে যাবার পুরো অধিকার আছে। এরকম কোনো হস্তান্তর, বিক্রী স্থানান্তরীকরণ এবং থাকা বকেয়ার জন্য যত খরচ সেটা কার্ড গ্রাহকেই বহন করতে হবে।

xxvii) মিশ্রিত

যে সব কার্ড গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট খুব ভাল ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ঋণনীতি মাফিক, তাঁদের জন্য ব্যাঙ্ক কিছু সুবিধা, সুযোগ এবং সেবা প্রদান যেমন মূল্য বা এরকম কোনো কিছু করতে পারে এবং মনে করা হয় এটাই উপযুক্ত। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তার কার্ড গ্রাহকদের থেকে প্রাপ্য কিছু টাকা নাও নিতে পারেন অথবা এই সব সুবিধাগুলো প্রত্যাহার করে গ্রাহককে আগে নাও জানাতে পারে। এই সকল শর্তাদির অপব্যবহারের ফলে কার্ড গ্রাহকের গ্রাহকত্ব শেষ হয়ে এবং তার পরিণামে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সভপদের সমাপ্তি এবং সেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও রকম ভাবে কার্ড গ্রাহকের কাছে দায়ী থাকবেন। যদি সম্পাদনে কোনও রকম ত্রুটি বা কাটল দেখা যায় (এই সুবিধাগুলি বহনের ক্ষেত্রে) সদস্যপদ অথবা সেবাগুলি সংঘটিত না হয়, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অথবা যেকোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ড গ্রাহক প্রদত্ত সমস্ত রকম তথ্য, এবং তার প্রয়োগ, তথ্য বহিবিভাগ থেকে উপভোক্তার রিপোর্ট সহ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কাজ চালিয়ে যাবার অধিকার। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এই তথ্যগুলিকে উন্নত করে যা কোম্পানী কর্তৃক ব্যবহৃত এবং যার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তার কার্ড গ্রাহকদের সাথে সম্পর্ক ভাল করবার জন্যই এটা করে।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নীতিকে চালনা করবার জন্য বিভিন্ন সময়ে নীতিকে পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন সময়ে তার কার্ড সভাকে জানিয়ে দেয় যখন এই পরিবর্তন বা বদল এসেছে ততক্ষণ - কার্ড গ্রাহক তাঁর কার্ডে বদল, পরিবর্তন করতে বাধ্য, কার্ড বাতিলের আগে পর্যন্ত।

কার্ড গ্রাহকের কার্ড অ্যাকাউন্টের রক্ষিত সকল আদান প্রদানের রেকর্ড ঋণ দানকারী সংস্থার সাথে আলোচিত হতে পারে। ঋণদানকারী এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলী পুনরায় ঋণদানের সময় আলোচনার জন্য কার্ড গ্রাহক ও তাঁর পরিবারের লোকেদের জন্য প্রত্যারণা... ভিত্তিতে তারা সব নথিপত্র রাখে এর উপর সাধারণ এবং অন্যান্য অধিকার প্রবর্তনের জন্য সেগুলিকে আইন রুপান্তরিত করা হয় অথবা অন্যান্য শর্তের সাথে রাখা হয়। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বিনা নোটিশ যুক্ত এবং সদৃঢ় কার্ড অ্যাকাউন্টের থেকে যাওয়া অর্থের সাথে অন্য অ্যাকাউন্টের) যেটা কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং তার দলভুক্ত কোম্পানীদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন এবং অন্য অ্যাকাউন্টে থাকা টাকাগুলির জন্য পাল্টা দাবী বা হস্তান্তর করেন। এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ড গ্রাহকের পরিতৃপ্তির জন্য তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টে রেখে দেয়।

কার্ড গ্রাহক অবিলম্বে তাঁর নামের কোন পরিবর্তন, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করবেন। এগুলি কার্ড আবেদন এর সময় সংযোগের কাজে লাগবে বলে, যদি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কাড়ে গ্রাহকের ঠিকানা পরিপর্তনের কথা জানতে পারে, তাহলে তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টের রেকর্ডে ঠিকানা পরিবর্তন করবার অধিকার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের আছে। এটি কার্ড গ্রাহকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে তাঁর ঠিকানা বদলের সিদ্ধান্ত জানানো। এবং বেঠিক ঠিকানার জন্য কার্ড গ্রাহকের কোন ক্ষতি হলে তার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ও তার সহযোগী গোষ্ঠীর শর্তাবলীতে কার্ড গ্রাহক সম্মত হবেন যা বিভিন্ন সময়ে সুযোগ সুবিধা। অথবা পরিষেবার দ্বারা কার্ড গ্রাহক পেতে পারেন। এস সকল আদান প্রদান সুবিধা এবং ব্যবহারে দ্বারা চূড়ান্ত আদান প্রদান যেমন : ইন্টারনেট, ওয়ার্ল্ড ওয়ের, ইলেক্ট্রনিক ডাটা, অভ্যন্তরীন পরিবর্তন কল সেন্টার টেলিসারভিস

পরিষেবা (যেমন : আওয়াজ, ভিডিও, ডাটা বা সম্পর্কিত) অথবা ইলেক্ট্রনিক কম্পিউটার, অটোমেটিক মেশিনের নেটওয়ার্ক অথবা টেলিকমিউনিকেশন যেটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক বা তার সহযোগী গোষ্ঠীর দ্বারা স্থাপিত হয়েছে, এই সকল সুবিধা বা সেবার প্রস্তাবে, আইনগতভাবে বন্ধন এবং কাট কর আদান প্রদানে অনুগতা এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক প্রস্তাবিত সকল আইনের অনুগতা অথবা ইহার গোষ্টীভুক্ত কোম্পানীর জন্য এরকম সুবিধা। পরিষেবা বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত হতে পারে।

xxvii) পাল্টাদাবী

i) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং তার গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলির পাল্টা দাবী করবার এবং ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দখলের সর্বোচ্চ অধিকার আছে, অন্য যেকোনও দখলের অধিকার এবং দাবী করবার জন্য। যেকোন জমার বর্তমান ,বং ভবিষ্যতের (ফিক্সড্ ডিপোজিট সহ) কার্ড গ্রাহকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের যেকোনও অ্যাকাউন্টের জন্য। অথবা ইহার গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলির, যা একক অথবা। দ্বৈত নামে আছে, অথবা নমিনী নিরাপত্তা, বন্ড অথবা অন্যান্য সম্পত্তির জন্য প্রকাশ অথবা স্বীকৃত, যা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (নিরাপত্তা অথবা অন্যান্য যোগাযোগ দ্বারা রক্ষিত) যা কার্ড গ্রাহকের সন্তুষ্টির জন্য তাঁর কার্ড অ্যাকাউন্টে রক্ষিত থাকবে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং তার গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলির কার্ড গ্রাহকের কোনও নির্দেশনা ছড়াই কার্ড গ্রাহকের কর্জের সীমাংসা করতে পারে (যা প্রকৃতই হোক বা ঘটলেও ঘটতে পারে এমন অনিশ্চিত হোক অথবা মুখ্য সমান্তরালই হোক) অথবা সম্মিলিত বা পৃথক হোক) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কার্ড গ্রাহকের যেকোনও অ্যাকাউন্টর প্রকাশ না হতেও পারে সব রকম দাত্বি ব্যাঙ্ক এবং গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলী আছে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং তার গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলির কার্ড গ্রাহকের দেউলিয়া হওয়াতে, মৃত্যুর কারণে অথবা গ্রাহকৗ (জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট) ক্ষেত্রে সকল দায়িত্ব এবং তার সমাধান কার্ড গ্রাহককে করতে হবে।

ii) এছাড়াও উপরে বর্ণিত অধিকার অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং তার গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানীগুলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে আইনি ব্যবস্থা, চুক্তি অথবা আরও অন্য কিছু যা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বীকৃত। অথবা নথিভুক্ত হবে, ক) যেকোনও সময়ে যেকোনও কার্ড গ্রাহকের যেকোনও আঁকাউন্টকে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের যেকোনও শাখাতে যুক্ত করা বা আরও সুদৃঢ় করা। খ) যেকোনও কার্ড গ্রাহকের নিরাবত্তা অথবা সম্পত্তি যা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক গ্রহীত তার পাবলিক অথবা ব্যক্তিগত বিক্রী অথবা বিচার বিভাগ কর্তৃক ওই সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ অথবা গোষ্ঠীভুক্ত কোম্পানী কর্তৃক ওই সম্পত্তির বিক্রী ইত্যাদি কারণে যে মূল্য অথবা ব্যয় এবং গ) যেকোনও ধরণের ক্রস কারেন্সী সেট্ আপে এক ধরণের মুদ্রায় কর্জ নিয়ে অন্য মুদ্রায় পরিশোধ দেবার ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং তার গোষ্ঠীভুক্ত নীতি নির্ধারণ করবে।

xxix) আই অ্যাশিওর সর্ভিস

‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ হল একটি অনুদান ভিত্তিক সেবা যেটা আইসিআইসিআই কার্ড গ্রাহকদের নির্বাচন করবার জন্য অর্থপ্রদত্ত দুটির প্রস্তাব করে, পরিবর্তে গ্রাহকদের ৭৫ দিনের অতিরিক্ত সুদমুক্ত ছুটি কাটানোর প্রস্তাবে দেয়। (প্রদেয় দিনের ৭৫ দিন পর পর্যন্ত) পূর্ব নির্ধারিত প্রদেয় কিস্তির ভিত্তিতে টাকা দিতে হবে, এই প্রস্তাবটা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের জানাতে পারে।

‘‘আই অ্যাশিওর সাবস্ক্রিপশন কিট’’ -মানে যখনই কার্ড গ্রাহক আই অ্যাসিওর সার্ভিস-এ নিজের নাম অন্তভুক্ত করবেন তখনই তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠানো হবে।

আইসিআইসিআই কার্ড গ্রাহকদের এই প্রস্তাব দেবার অধিকার রাখে, যাদের অ্যাকাউন্ট খুব ভালভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের নিয়মানুসারে যার জন্য ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা দেয় তার নিজের বিচারে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়ে, কোন ঘটনা বারবার ঘটতে থাকলে, এই সবই আই-অ্যাসিওর সাবস্ক্রিপশন কিটে আছে।

যে সকল কার্ড গ্রাহকদের কাছে আই অ্যাসিওর সাবস্ক্রিপশন কিটের প্রস্তাব রাখা হয়েছে-তাদের কাছে খরা পাঠিয়ে তাদের বিলিং ঠিকনায় অথবা স্বীকৃত কোন নাম্বারে তাদের সাথে কথা বলে অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ভাল মনে করে এরকম কোনও ব্যবস্থার মাধ্যমে। তাদের সাথে যোগাযোগ হয়ে গেলে, ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে রেজিস্ট্রী হয়ে গেলে এটা কার্ড গ্রাহককে জানানো হবে। নথিভুক্ত হবার পর আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ সাবস্ক্রিপশন কার্ড গ্রাহকের বিলিং ঠিকানায় পাঠানো হবে। নথিভুক্ত ংবার ২০ দিনের মধ্যে যদি ‘‘আই অ্যশিওর সার্ভিসের কিট’’ কার্ড গ্রাহকের কাছে না কৌছায়, কার্ড গ্রাহক তখন আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, না হলে ‘‘আইসিআইসিআই সার্ভিস এর গ্রাহক নথিভুক্ত হবে না।

‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’-এর আওতায় সচেতন দুটির কার্যক্ষমতা শুরু করতে গ্রাহককে আইসিআইসিআই ২৪ ঘন্টার গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে হবে (৩০ দিনের মধ্যে) এই বলে যে, তাঁর অ্যাকাউন্টে কোন গন্ডগোল নেই। অথবা তিনি পয়সাও ঠিকঠাক দিয়েছেন, অন্তত: যখন এটা কার্যকম্র শুরুর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কার্ড গ্রাহক এই সচেতন ছুটির জন্য অর্ন্তভুক্ত হতে পারেন যদি ‘‘আই অ্যাশিওর’’ এর আওতায় থাকার পুরো ৩ মাস নিয়মিত অর্থ প্রদান করেন তাহলে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ এর কিট্‌টি কার্ড গ্রাহককে দেবেন।

এস সময় নতুন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ছয় মাস হতে পারে। ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ কেবলমাত্র একজনের সাথে সম্পর্কে স্থাপনের বর্ণিত বিশেষ ঘটনাতেই হতে পারে। কার্ড গ্রাহকেরা কেবলমাত্র অধিকতম ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ ব্যবহার করতে পারেন। (সমগ্র টাকার অঙ্কের) ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ এই বিশেষ টাকা বর্ণিত কোনও ঘটনার যেটা কার্ড গ্রাহক সচেতন ছুটি বলেছেন-ঘটনার দিন আর ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস শুরু হবার সময়ের মধ্যে। যাই হোক, অতিরিক্ত খরচ.. কার্ড গ্রাহক দেবেন সেটা ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ এর জন্য ঘটনার দিন আর ‘‘আই অ্যাশিওর’’ বলবৎ হবার দিনের মধ্যে ‘‘অ্যাশিওর’’ কার্য শুরু করবার আগেই মিটিয়ে দিতে হবে।

এনরোলমেন্টের পরে ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ ত্রী জন্য কার্ড গ্রাহক তাঁর মাসিক স্টেটমেন্টের সাথে বিল পাবেন। কার্ড গ্রাহক সাবস্ক্রিপশন এর জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ২৪ ঘ. গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রেকে জানাতে পারেন। যাইহোক, এরকম ডি সাবস্ক্রিপশন এবং ফিজ এর ক্ষেত্রে যেটা ঠিক হবে তার মধ্যে প্রতি মাসের ১৫ তারিখে জারি হওয়া স্টেটমেন্ট বা পরবর্তী মাসেতে যেট আগে হবে তাতেই দেখানো হবে। ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ শুরু করবার জন্য কার্ড গ্রাহককে যেসকল নথিপত্র দেখাতে হবে সেসবগুলো ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ তার ‘‘আই অ্যাশিওর’’ কিট এর সঙ্গে সংযোগ করাবে। ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ শুরু হয়ে গেলে কার্ড এবং কার্ড অ্যাকাউন্টের ব্যবহার অনেক হয়ে যাবে যতক্ষণ না প্রদেয় বাকী টাকা জমা ‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’ এর দ্বারা সময় সীমা বাড়ানো হবে।

‘‘আই অ্যাশিওর সার্ভিস’’-এর সময়সীমা বাড়ানোর পরে কার্ড গ্রাহককে বাকী থাকা সমস্ত প্রদেয় টাকা দিয়ে দিতে

হবে। যদি কার্ড গ্রাহক এই কাজটি করতে ব্যর্থ হন, বাকী থাকা পরিমাণের উপর সুদ দিতে হবে। ''আই অ্যাশিওর সার্ভিস'' এর পুরো সময়ের জন্য।

গ্রাহকপদকে নিয়মিত রাখবার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক নিজের বিচারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে অথবা ওই গ্রাহককে ''আই অ্যাশিওর সার্ভিস'' এর বোঝা না দিতে পারে আর সেইমত গ্রাহককে জানিয়েও দিতে পারে।

xxx) দ্বন্দের সীমাংসা

সকল দ্বন্দ মুম্বাই বিচার বিভাগীয় আদালতের অন্তর্ভুক্ত।

xxxi) এই সকল শর্তাবলীর পরিবর্তন

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের এই সকল শর্তাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধানের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যে সকল সুযোগ সুবিধা কার্ডে দেওয়ার হয়েছে ধারমধ্যে, সীমাহীনতা, পরিবর্তন যেটা সম্প্রতিক থেকে যাওয়া টাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুদের হার এবং গণনার পদ্ধতি। কার্ড গ্রাহক সকল মূল্যের জন্য দায়ী থাকবেন। এই সকল পরিবর্তিত শর্তাবলীর জন্য যতক্ষণ না কার্ডে সমস্ত প্রদেয় মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এই সকল আইনকে সংশোধন করতে পারবে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত এই সীমাহীনতাকে অন্য রূপ দিতে। কার্ড গ্রাহক নিয়মিতভাবে এইসব শর্তাবলীর পর্যালোচনার জন্য দায়ী থাকবেন এইসব শর্তাবলীর সংশোধন করে কার্ডকে চালু রাখবার জন্য এইসব শর্তাবলীর কোনও পরিবর্তন (সুদ এবং মূল্য ছাড়া) কার্ড গ্রাহককে জানানো হবে যেভাবে আগে বলা হয়েছিল অর্থাৎ কার্যকর করবার একমাস আগে।

xxxii) সূচনাসমূহ

এই সকল শর্তাবলীর অধীন ঐবং সংযোগে সমস্ত বিজপ্তিবলী এবং কার্ড গ্রাহকের কাছ থেকে পাওনা সকল অর্থ সম্বন্ধে কার্ড গ্রাহককে লিখিত ভাবে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ফোন ব্যাঙ্কিং সেন্টার, পোষ্ট বক্স নং ২০, বাজার হিলস্ পোষ্ট অফিস, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০৩৪, ভারত, এই ঠিকানার জানাতে হবে, নাহলে চিঠি বা ফ্যাক্স করতে হবে। এই ধরণের যে কোনও বিজ্ঞপ্তি বা অন্য কোনও সংযোগ সর্যকরী হিসাবে আইনানুগ গপ্য করা হবে। ১) চিঠির ক্ষেত্রে, যখন ব্যক্তিগতভাবে বিলি করা হয় অথবা পোস্টে পাঠানো হয়, যখন এই চিঠি, প্রেরকের নাগালের বাইরে চলে যায়, এবং ২) যদি ফ্যাক্সে পাঠানো হয়। যখন পাঠানো হয় তখন (সঠিক ফ্যাক্স নাম্বারের কথা জানানো হয়) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এর প্রাপ্তি স্বীকার অথবা সম্মতি জানবার আগে পর্যন্ত কোনও নোটিশ অথবা সংযোগ কার্যকর হবে না। নোটিশসমূহ বা যোগাযোগ এইভাবে হতে পারে ১) কার্ড গ্রাহকের ঠিকানা এবং ফ্যাক্স নাম্বার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের রেকর্ড আছে এবং সেজন্য নোটিশ। বা অন্য যোগাযোগ পাঠানো হতে পারে (যা আবেদন পত্রে উল্লেখিত আছে) এবং ২) আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের জোনাল। রিজিওনাল। শাখা। অফিসের ঠিকানা অথবা ফ্যাক্স নম্বর যা কার্ড গ্রাহক কর্তৃক জানানো হয়েছে অথবা কিছু আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় আবেদন পত্রে দেওয়া হয়েছে, সেটাকে উপযুক্ত এবং যথেষ্ট বলে মনে করা হবে যদিনা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছে কোনও নোটিশকে ''অনসার্ভড'' বলে পাঠানো না হয়। খবরের কাগজে প্রকাশিত একটি নোটা বা কর্ড সদসয়ের ব্যবস্থান ও অফিসের কাছাকাছি পাওয়া যায়, তাহলে এই পোটিশ প্রকাশের দিন থেকে কার্ড গ্রাহকের কাছে যথেষ্ট বলে মনে করা হবে। তবুও, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের জ্ঞাতব্য না হলে এই নোটিশ কার্যকর হবে না।

xxxiii) গ্লোবল ইন্ডিয়া ক্রেডিট কার্ড

এই কথাটি (টার্ম) সেইসব কার্ড গ্রাহকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যাঁরা গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন। এই শর্তাবলী অন্য শর্তাবলীর এবং অবস্থার সাথে যুক্ত (টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন) ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে, সেখানে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের মধ্যে সংঘর্ষ আছে। এখানে এই শর্তাবলীর জিত হবে।

গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ডে টাকা তোলা যাবে না। গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ডে কোনও অর্থের সীমারেখা থাকবে না।

প্রদেয় ক্রেডিট কার্ডে কোনও ক্রেডিট অঙ্কসীমা (এমএডি) হয় না। গ্লোবাল ইন্ডিয়ান ক্রেডিট কার্ডে ....) ইএমআই ক্রেডিট কার্ড টার্মস।

এই টার্ম (টার্মস্) কেবলমাত্র সেই কার্ড গ্রাহকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যাঁরা ইএমআই কার্ড ব্যবহার করছেন। এই শর্তাবলী এবং অন্য শর্তাবলীর সাথে যুক্ত ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেখানে টার্মস এবং টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের মধ্যে সংঘর্ষ আছে। সেখানে এই শর্তাবলীর জিত হবে।

১) স্টেটমেন্টে দেখানো সময় ৬ মান্থলী ইন্সটলমেন্টে (ইএমআই) সাহায্যে কার্ড গ্রাহক তাঁর টাকা মেটাবেন। এই ইএমআই অ্যাকাউন্ট ভিউ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ক্রয়সীমার ভিত্তিতে তৈরী হবে । এবং কার্ড গ্রাহককে জানানো হবে (এফএডি) ক্রয়ের মূল্য আদান প্রদান এবং উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে আদান প্রদানের দিন থেকে এযাতে শুল্ক কার্যকর হবে।

আর এই ইএডি যদি জমা দেবার নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে দেওয়া না হয় (যা স্টেটমেন্টে উল্লেখিত আছে) কার্ড গ্রাহকের উপর তখন পরিষবা শুল্ক আর দেরীতে দেবার জন্য ফী ধার্য্য করা হবে। যদি অতীত ইএডি-র কোনও টাকা বাকী থেকে যায় তাহলে সেট বর্তমান ইএডি-র সাথে স্টেটমেন্টে যুক্ত হবে। যদি ইএডি-র জমা টাকা বেশি পরিমাণ দেওয়া হয়, তাহলে শুল্ক সংযোজন বর্ণিত কিছু শুল্ক কার্ড গ্রাহকের উপর ধার্য্য করা হবে। এই বাড়তি ইএডি-র পরিমাণ থেকে কম টাকা কার্ড গ্রাহক জমা করেন কোনও মাসের শেষ, তাহলে কার্ড গ্রাহক যে পরিমাণ টাকা দিয়েছেন, সেটাই দেখানো হবে।

২) এইসব হিসাব নিকেশ নীচে দেওয়া (ফী ও চাজের) উদাহরণস্বরূপ, একজন কার্ড গ্রাহকের ৪৮,০০০ টাকার ক্রয়সীমার জন্য মাসিক শতকরা ১.৪৯% সুদের হারের জন্য ২০০০ টাকা প্রতি মাসে ইএডি-র ভিত্তিতে ইএমআই কার্ড আছে। প্রতি মাসের ২০ তারিখে স্টেটমেন্টে তারিখ এবং ৭ তারিখ হল টাকা জমা দেবার (ডিউ) তারিখ।

৫ই জুন ২০০৯ তারিখে গ্রাহক সর্ব সমেত ১০০০০ টাকা জিনিস কিনেছেন। এই আদান প্রদানের ফী হিসাবে ১৪৯ টাকা ধার্য্য হবে। ২০ শে জুন ২০০৯ স্টেটমেন্ট আসবে, তাতে ক্লেজিং ব্যালান্স হিসাবে ১০২২৪. ৬১ টাকা দেখানো হবে। এর সাথে সুদ হিসাবে ৭৫.৬১ টাকা ধার্য্য হবে -- আপনার ৫ই জানুয়ারী ২০০৯-২০শে জানুয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত। ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ তারিখে কার্ড গ্রাহক ইএডি স্বরূপ ২০০০ টাকা জমা করবেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ কার্ড গ্রাহক ৬০০০ টাকার কেনাকাটা করলেন। এই আদান প্রদানে ১৪৯ টাকার ট্রানজাকসন ফী যুক্ত হবে। ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ কার্ড গ্রাহক ২০০০ টাকা জমা করেছেন। তার জন্য ১০২২৪.৬১ টাকার উপর সুদ ধার্য্য করা হবে ২০শে জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত এবং ৮২২৪.৬ টাকার জন্য ৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২০শে ফেব্রূয়ারী ২০০৯ পর্যন্ত। ৬০০০ টাকার ক্রয়ের উপরেও সুদ ধার্য্য হবে যার ১৩ই ফেব্রুয়ারী' ০৯ থেকে ২০শে ফেবুয়ারী ০৬ এর জন্য মোট ১৬৯.৫৭ টাকা হবে। ২০শে ফেব্রুয়ারী '০৯ তারিখের স্টেটমেন্ট সুদ দেখানো হবে তার সাথে ক্লোজিং ব্যালান্স হবে ১৪৫৪৩.৫৮ টাকা ২০শে ফেব্রুয়ারী '০৯ তারিখে।

যদি টাকা জমা দিতে কোনও কারণে দেরী হয় তাহলে দেরীতে টাকা জমার জন্য লেট ফী দিতে হবে। এএমডি-র উপরে

কোনও বাড়তি জমাতেও কিছু বাড়তি টাকা লাগবে। এই চার্জ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার জন্য শুল্ক সংযোজন দেখুন। অতিরিক্ত কেনবার জন্য ইএডি-র উপর প্রভাব পড়বে না। কিন্তু ক্লোজিং ব্যালান্স অ্যাকাউন্টে অল্পবিস্তর প্রভাব পড়বে। আর পড়বে রিপেমেন্ট করবার সময়। এই জিনিসটা দীচে টেবিল করে দেখান আছে :

ইএমআই কার্ড - বিস্তারিত উৎপাদন ইএডি		২০০০	
	ক্রয়সীমা	৪৮০০০	
	সুদ	**১.৪৯%**	
	স্টেটমেন্ট তারিখ	**প্রতি মাসের ২০ তারিখে**	
	দেবার তারিখ	**প্রতি মাসের ২০ তারিখে**	
	১ম মাস	**২য় মাস**	
১ম অমাণতি	০	১ম	১০২২৪.৬১
সম্পাদিত আমানত (৫ই জানুয়ার '০৯)	১০০০	সম্পাদিত আমানত (১০ই ফেব্রুয়ারী '০৯)	৬০০০
সম্পাদিত ফী (৫ই জানুয়ার '০৯)	১০০০	সম্পাদিত ফী (১০ই ফেব্রুয়ারী '০৯)	৬০০০
সুদ	৭৫. ৬১	সুদ	১৬৯.৮৭
সর্বশেষ হিসাবের আমানত	১০২২৪.৬১	সর্বশেষ হিসাবে মূল্য	১৪৫৪৩.৫৮
ইএমআই-র বাকী	২০০০	ইএমআই-র বাকী	২০০০
ইএমআই শোধ	২০০০	ইএমআই শোধ	২০০০

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক একটি কার্ড অ্যাকাউন্টের ক্রয়সীমা নির্দিষ্ট করে যা কোন সময়েই বাড়ানো উচিত নয়। যাইহোক যদি বকেয়া টাকা ক্রয়সীমা অতিক্রম করে যায়, ওই বাড়তি টাকার উপর অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারিত করা হবে। বিস্তারিতভাবে শুল্ক সম্বন্ধে জানতে শুল্ক সংযোজন দেখুন।

ইএমআই কার্ডে এমএডি-এর সুবিধা পাওয়া যাবে না।

৩. ইএমআই কার্ড-এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কার্ড এবং ব্যবসাভিত্তিক ইন্সটলমেন্ট প্রোগ্রাম প্রযোজ্য হবে না।

xxxv) গ্লোবাল ইন্ডিয়া ক্রেডিট কার্ড

এই টার্মগুলি (টার্মস্) তাঁদের পক্ষেই প্রযোজ্য যাঁরা কর্পোরেট ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করছেন । এই শর্তাবলী ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের অন্য শর্তের সঙ্গে প্রযোজ্য। এই শর্তাবলী এবং শর্তের মধ্যে দেখানেই দ্বন্দ থাকবে, সেখানে শর্তগুলিরই জিত হবে ।

একটি কর্পোরেট ক্রেডিট কার্ড, কার্ড গ্রাহকের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতায় (সিসিআইএল) যুগ্মভাবে কোম্পানীর সাথেওহতে পারে । আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ডের পুনরবীকরণও বদল তখনই করবে উপযুক্ত বাতীল করবার পদ্ধতিাত কার্ড প্রত্যাহার করা হবে । নীচে বাতিল করার ক্লজ দেওয়া হল ।

সংজ্ঞা

'কার্ড অ্যাকাউন্ট' হল সেই অ্যাকাউন্ট যা কোম্পানীর নামে খোলা হয় এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক কর্পোরেট কার্ডের ব্যবহারের জন্য শর্তাবলীর সহিত সংরক্ষিত হয় ।

''সারভিসেস'' হল, ভিসা সম্পর্কিত তথ্য পরিচালন কাজ, যা ডাটা সারভিস এবং ভিসা সম্পর্কিত তথ্য পরিচালনা (vis) অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্তর্জাতিক ভিসার বিবরণ পেশ করা, (ভিএমআর) ভিসভ্রমণ সম্পর্কিত ম্যানেজার (ভিটিএএম) এবং উচ্চত্তর ডাটা পরিষেবা (ইডিএস), সমগ্র রকমের আধুনিকীকরণ এবং উন্নতিকরণ, যে কোনও সংযুক্ত নথিপবের ফাইল, ডাটা এবং বিষয়রস্তুর সহিত । ইহা মাষ্টার কার্ড স্মার্ট ডাটা অনলাইনের অন্তর্ভুক্ত হবে (এসডিওএল) যেটা অনলাইন শজের স্বত্বসবরক্ষিতর অন্তর্ভুক্ত হবে, ডাটা অনলাইন (এসডিওএল) হিসাবে এবং সমস্ত রকম আধুনিকীকরণ এবং তার সাথে কোম্পানীর নীয়পত্রের সংযুক্তিকরণ, ফাইল, ডাটা এবং বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ।

ভিসা ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস

যদি কোম্পানী এবং কার্ড গ্রাহক কর্তৃক পরিষেবার ব্যবহার করা যা তাহলে বিভিন্ন সময়ে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক কিছু শর্তাবলীর প্রয়োগ করতে হবে । কোম্পানী নিশ্চিত করবে যে, কার্ড গ্রাহক যে পরিষেবার ব্যবহার করছেন । তিনি তারজন্য নোটিশ পেয়েছেন । তার সাথে সকল প্রাযোজ্য আইন, তাদের কিছু ডাটা শুদ্ধ বর্দ্ধিত ডাটা, এগুলি কোম্পানীর দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে ।

কোম্পানী এবং কার্ড গ্রাহক সেই সেবার দ্বারা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে অক্ষতিকর বলে সমস্ত দাবীর বিরুদ্ধে যেতে পারে । এইজন্য ব্যক্তিগত আঘাত, সম্পত্তির ক্ষতি, লোকসান (মুনাফার ক্ষতি অথবা সঞ্চয়, অপ্রত্যক্ষ, বিশেষ এর উপর দাবী করে) ক্ষতি, ক্ষতিপূরণ ফী ফরচ এবং মূল্য (অ্যাটর্নির ফী সমেত) সমেত) (ক্লেম)-দাবী করে, দ্রবদ্ধতা মানে যেকোন দায়বদ্ধতা যেকোন বিতরীতে এমনকি যোগ্য ব্যক্তিকে নোটিশ দেওয়া হয় এইসব ক্ষতির সম্ভাবনার জন্য দায়বদ্ধতার দাবী । কোম্পানীর জন্য দায়বদ্ধতা (অন্যদের বুদ্ধিমূলক সম্পত্তির অধিকার অথবা তৃতীয় পক্ষের জন্যে দায়বদ্ধতার দাবী । কোম্পানীর দ্বারা এই রিণের দাবী এবং কার্ড গ্রাহক নিজে সব সময় ভিসা সং টারন্যাশনাল অপারেটিং রেগুলেশনের বিষয় হবে । যা বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত হবে ।

প্রতি কার্ড গ্রাহক এবং কোম্পানী যুগ্মভাবে এবং একক ভাবে কার্ড অ্যাকাউন্যে সকল চার্জের জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন

ফলস্বরূপ কার্ড ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেটা কার্ড গ্রাহককে ইস্র করা হয়েছিল যেখানে কার্ড গ্রাহক এবং কোম্পানীর যুগ্ম বিধিবদ্ধতা আছে।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কার্ড ব্যবহার সম্পর্কে কোম্পানীকে স্টেটমেন্ট পাঠাবেন। যদি কোম্পানী নির্দেশ দেয় তাহলে প্রত্যেক কার্ড সদস্যকেও পাঠাবে। কার্ড গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল অবস্থার উপর ভিত্তি করে এই স্টেটমেন্টগুলোকে তৈরী করতে হে।

কার্ড অ্যাকাউন্টের জন্য কোম্পানীর দায়বদ্ধতা কার্ড গ্রাহককে পাঠানো স্টেটমেন্টের জন্য কোনভাবেই প্রভাব ফেলবে না। তাদের নির্দেশিত পথে হোক বা না হোক। বিল পাঠাবার ঠিকানায় কোনও পরিবর্তন হলে কোম্পানী সঙ্গে সঙ্গে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য নির্দেশ দেয়, এবং যোগাযোগের নম্বর ল

ই-মেল আইডিও পাঠিয়ে দেয় সম্পর্ক করবার জন্য।

কার্ড বাতিল করা ও প্রত্যাহার করা

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ নিজের দিক থেকে কোনও দায়বদ্ধতা এবং কোনও করণ না দেখিয়েই করতে পারে। যদি আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোনও কার্ড গ্রাহকের কার্ড বাতিল করে দেয় অথবা কোম্পানীর অনুরোধে বাতিল করে। তাহলে সরাসরি কোম্পানীকে জানায় আর কোম্পানী সঙ্গে সঙ্গে তাদের দক্ষতায় বাতিলের জন্য কার্ড গ্রাহককে জানায় প্রত্যেক কার্ড বাতিল করতে ডানদিকের উপরের হলেগ্রাম ও ম্যাগনেটি স্ট্রিপ সহ কার্ডকে চারভাগে কেটে ফেলতে হবে। এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছ দিয়ে দিতে হবে। কোম্পানী এবং- অথবা কার্ড গ্রাহক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে যে কোনও সময় যে কোনও কার্ড গ্রাহকের কার্ডকে কোনও কারণ ব্যতিরেকে ৪৫ দিন আগে কোনও লিখিত বিজ্ঞপ্তি জানিয়ে বাতিল করবার জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ফোন ব্যাঙ্কিং সেন্টার, পোষ্ট বক্স নম্বর ২০, বানজারা হিলস্ পোষ্ট অফিস : হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০৩৪ ভারত - এই বিবননায় বাতিলের জন্য আবেদন করতে হবে।

কোম্পানীকে আর যতদিন পর্যন্ত সেট উপরি উক্ত পদ্ধতিতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছে পৌঁছচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত দায়বদ্ধ থাকবে কোম্পানী। কোম্পানী আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে আশ্বাস্ত করবে এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ককে কোনও ক্ষতি থেকে বাঁচাবে, একটি কার্ড বাতিল করবার জন্য চাকরির ইস্তিফা বা অন্য কোনও নির্দেশে কার্ড বাতিল করবার জন্য বিবেচিত হবেনল যতক্ষণ না লিখিত করছে।

তথ্যের সমীপে যাওয়া

স্বাভাবিক ভাবেই আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের অনুরোধে কোনও কার্ড গ্রাহকের ঠিকানা, চাকরির ব্যাপারে সব তথ্য ব্যাঙ্ককে জানাবে। আর কার্ডের ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কোম্পানীকে জানাবে। উপরোক্ত সব তথ্যের কপি, ডকুমেন্টেশন কোম্পানী ব্যাঙ্ককে জানবে। কোনও রকম অনুসন্ধান, বিতর্ক, মমলা রুজু হলে এবং কার্ড এর ব্যবহার সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দিলে কোম্পানী আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের সাথে সহযোগিতা করবে।

অন্তিম

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক এবং কোম্পানী যে কোনও সময়ে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে পারে, অন্য পক্ষকে ৪৫ দিন আগে নোটিশ পাঠিয়ে। কার্ড অ্যাকাউন্টের সব কার্ডের সমাপ্তি করতে এই ব্যবস্থাকে গঠন করতে হবে। যতক্ষণ না বাতিল হয়ে যাওয়া কার্ড আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছে ফিরে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোম্পানী শুধু বাতিল করাই নয় তার আগের কার্ড সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকবে কার্ডের সমস্ত চার্জের বিষয়েও অবগত থাকবে।

অতিরিক্ত কার্ড ব্যালান্স ট্রান্সফার ফেসিলিটি, আই অ্যাশিওর সার্ভিস এবং মারচান্ট বেসড্ এসট্যাবলিসমেন্য ইনস্টলমেন্ট প্রোগ্রাম ইত্যাদি সুবিধা কর্পোরেট ক্রেডিট কার্ড থাকবে না।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ইজি ডিপোজিট কার্ড হল, এমনস একটা ক্রেডিট কার্ড, যা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকের স্থায়ী অমানত জমা প্রকল্পের ধিনময়ে প্রচলন করে এবং তা কার্ড গ্রাহক কর্তৃক পরিচালিত হয় (ইহাকে ''ইজি ডিপোজিট কার্ড'' বলে নির্দেশিত করা হয়)

এই ''ইজি ডিপোজিট'' কার্ডের জন্য আবেদন করতে হলে আবেদনকারীর আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে ন্যূনতম ১০,০০০ টাকার স্থায়ী আমানত প্রকল্প থাকতে হবে।

সময় ব্যতিরেকে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রস্তাবিত আবেদনপ্রত্রের মাধ্যমে অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যেকোনও আবেদন মাধ্যমের দ্বারা আবেদনকারীকে ''ইজি ডিপোজিট'' কার্ডের উদ্দেশ্যে স্থায়ী আমানত প্রকল্পের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের কাছ আবেদন করতে হবে, কিন্তু আবেদন করাবার জন্য কোন ব্যঙ্কির, মোবাইল ব্যাঙ্কিং অথবা ইন্টারনেট ব্যঙ্কির ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা চলবেনা। এই স্থায়ী আমানত প্রকল্প ধোলবার পরে বার্ষিক ভিত্তিতে ইহার পুর্ন বীকরণ করতে হবে, এবং এই শর্তাবলী ডবিউ ডব্লিউ ডব্লিউ আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ৩য় কমের মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং সেটা আবেদন যোগ্য হবে।

স্থায়ী আমানত জমা প্রকল্পের ৯০% পর্যন্ত কর্জের সীমা থাকবে। যেটা সর্বনিম্ন ৯০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩ লাখ পর্যন্ত হতে পারে। সময়ের ব্যবধশনে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পূর্ণসম্মতিক্রমে এই কর্জের সীমারেঘার পরিবর্তন হতে পারে।

কার্ড গ্রাহক কর্তৃক স্থায়ী আমানত জমা প্রকল্পের সম্পূর্ণ অঙ্কের উপর আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ''ইজি ডিপোজিট'' কার্ড প্রচলন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে, কেবলমাত্র কার্ড গ্রাহক কর্তৃক সুদের হিসাবে ব্যতিরেকে এবং বতক্ষণ পর্যন্ত না ''ইজি ডিপোজিট'' কার্ড বা স্থায়ী আমানত প্রকপ্লের সমাপ্তি না করা হচ্ছে ততক্ষণ।

ঘটনাক্রমে, যদি আবেদনকারীর আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কে বিদ্যমান একটি স্থায়ী আমানত জমা প্রকল্প থেকে থাকে, তাহিলে ওই স্থায়ী আমানত প্রকল্পটি আবেদনকারীর কার্ড অ্যাকাউন্টের সাথে সমযুক্ত হয়ে বাবে এবং স্থায়ী আমানত প্রকল্পটি তক্ষেণাৎ একটি স্বয়ংক্রিয় পূণবীকরণ প্রণালীতে তাক্ষেণিক ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এবং সুদ এর চলিত দর স্থায়ী আমানত প্রকল্পের উপর প্রযোজঞ হবে।

ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টের সাথে স্থায়ী আমানত প্রকল্পের কোনও অংশ আবেদনকারীর বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাহার করতে পারবেন না।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের ইজি ডিপোজিট কর্জকে উপলব্ধ করবার জন্য যে স্থায়ী আমানত প্রকল্প আছে, তার সময়কাল

ন্যূনতম হবৎসর কাল। এরপরেও যদি এই প্রকল্পটি শেষ পরা অথবা বাতিল করা না হয়, তাহলে এই স্থায়ী আমানত প্রকল্পটি স্বয়ংক্রিয় নবীকরণ প্রথ্য শজ করে যাবে, যবক্ষণ প্রতিল করা হয় অথবা বচা করা হয়।

এইচ ইউ এফ দিগের কর্তৃক কোনও স্থায়ী আমানত প্রকল্প খোলা হলে, আংশীদারি কোম্পানীগুলি স্থায়ী অমানত প্রকল্পের হকদার হতে পারবেন।

যদি আবেদনকারী অন্য কোনও ব্যাঙ্কর সাথে বুমভাবে একটি স্থায়ী আমানত প্রকল্প খোলেন, তাহলে আবেদনপত্রে বর্ণিত নিয়মানুসারে প্রথম আবেদনকারীর নামেই ইজি ডিপোজিট কার্ড প্রচলিত হবে। আবেদনকারী কর্তৃক শুরু করা স্থায়ী আমানত প্রকল্পের জন্য কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করবার অধিকার আবেদন কারীর আছে।

যদি কোনও কারণে কার্ড গ্রাহক তাঁর স্থায়ী আমানত প্রকল্পের বাতিল বা সমাপ্ত করতে চান অথবা কোনও কারণ কার্ড গ্রাহক অথবা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক দ্বারা এই ইজি ডিপোজিট কার্ড বাতিল হয়ে যায় অথবা কোনও কারণে কার্ড গ্রাহকের মৃত্যু হলে যদি কার্ড বাতিল হায় যায়, তাহলে কার্ড গ্রাহক মনোনীত ব্যক্তিই স্থায়ী আমানতের (সুদ সমেত) হকদার হবেন, কেবলমাত্র কার্ড গ্রাহক কর্তৃক কোনও দেরহুঁ বাশী এবং অন্য কোনও বকেয়া যদি বাকী থাকে সেটি সাদ দেওয়া হবে। ইজি ডিপোজিট কার্ডের গ্রাহকের মৃত্যু হলে কার্ডটির সমাপ্তি করণ হবে।

কোনও কারণে যদি কার্ড গ্রাহক ইজি ডিপোজিট কার্ডের স্টেটমেন্ট পাবার ৯০ দিনের মধ্যে বকেয়া শোধ শোধন করতে পারেন তাহলে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পূর্ণ অধিকার আছ সমগ্র স্থায়ী আমানত প্রকল্পটিকে বন্ধ করে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পাওনা সমস্ত বকেয়া তার থেকে মিটিয়ে নেওয়া এবং কেবলমাত্র তার পরে বেঁচে যাওয়া বকেয়া টাকা ইজি ডিপোজিট কার্ডের মাধ্যমে কার্ড গ্রাহকের কাছে কেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া।

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ল্যান্ডমার্ক, রেস কোর্স সার্কেল ভদোদরা-৩৯০০০৭

কর্পোরেট অফিস : আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক টাওয়ার্স বান্দ্রা-কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-৪০০০৫১

অনুগ্রহ পূর্বক দ্রষ্টব্য যে, এই নিয়ম ও শর্তাবলির বিষয়বস্তু ইংরেজি সংস্করণের অনুবাদ এবং ইংরেজি সংস্করণ ও বর্তমান বাংলা সংস্করণের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি বা অস্পষ্টতা থাকলে, ইংরেজি সংস্করণই মান্য করা হবে। সমস্ত ক্ষেত্রে এবং বিবাদের ক্ষেষত্র ইংরেজি সংস্করণ অধিকৃত সংস্করণ থাকবে।